✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ ৫০ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা

ESTD. 1878 REGD NO. C 1080

মূল্য : ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক : ২ পয়সা (2 Paise)
মোট : ২৪ পয়সা (24 Paise)

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

বৃহস্পতিবার ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ (১৮ অগ্রহায়ণ ১৮৯৩ শক) Thursday, December 9, 1971

বাংলাদেশে হানাদার পাকবাহিনী বিপর্যস্ত। মিত্র আর মুক্তি সেনার তাড়ায় কেউ পালাচ্ছে কেউ দুর্গের গর্তে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু বুধবারেই মুক্তির নিশান উড়েছে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাতক্ষিরা, মাগুরা, পীরগঞ্জে.........।

রণাঙ্গনের শেষ সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেষণের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে পাঠকসাধারণ যেন ক্ষুব্ধ না হন।

ঢাকা থেকে জাঁদরেল জঙ্গী চাঁইদের চম্পট

ছয়দিক থেকে মিত্র আর মুক্তিসেনা রাজধানীর দিকে

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ঢাকা আর দূরে নয়। আমাদের জওয়ানেরা আর মুক্তিবাহিনী এখন ছ' দিক থেকে ঢাকাকে ঘিরে ফেলেছেন। সেখানে আতংকগ্রস্ত পাকশাহী এখন দিশাহারা। ভারতীয় সৈন্য ও মুক্তিবাহিনী ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে, এই খবর পাওয়ামাত্র বাংলাদেশের পাক সেনাপতি লেঃ জেনারেল এ কে এম নিয়াজি একটি পশ্চিম পাকিস্তানি বোয়িং বিমানে চড়ে ঢাকা থেকে সরে পড়েছেন।

গত ৩ ডিসেম্বর যে তিনটি বোয়িং বিমান ঢাকা থেকে বিশিষ্ট পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে ইসলামাবাদ উড়ে যায় তার একটিতে ছিলেন লেঃ জেনারেল নিয়াজি।

ঢাকা নগরীতে এখন শুধু পড়ে রয়েছেন মেজর জেনারেল ফরমান আলি। আলি সাহেব গবর্ণর ডাঃ মালিকের উপদেষ্টা আর সহকারী সামরিক প্রশাসক।

গত কয়েকদিন ধরেই বেগতিক দেখে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাপতিরা সরে পড়ার চেষ্টা করছেন। অনেকে নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল দিয়ে জলপথে পালাবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে এইসব পলায়নমান বীরদের উদ্দেশ্য করে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে আত্মসমর্পণ করুন, সদয় ব্যবহারের কার্পণ্য করা হবে না। কিন্তু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে তার পরিণাম ভাল হবে না।

এদিকে ঢাকার মুক্তির আর বেশী দেরী নেই বলে সামরিক পর্যবেক্ষকদের অভিমত। কুমিল্লা খণ্ডে ঢাকা শহর থেকে আমরা মাত্র বাইশ মাইল দূরে। প্রমত্তা মেঘনার তীরে দাউদকান্দি এখন অগ্রবর্তী ভারতীয় সেনাদের ঘাঁটি।

আমাদের জওয়ানেরা এগিয়ে চলেছেন দক্ষিণ পশ্চিমে যশোর দিয়ে ঢাকার দিকে। উত্তর পশ্চিমে লক্ষ্য রংপুর হয়ে ঢাকা। পূর্বে শ্রীহট্ট ও মধ্য বাংলাদেশে ময়মনসিংহের ভিতরে জামালপুর দিয়ে ঢাকায় পৌঁছনো আমাদের সৈনাদের লক্ষ্য। আখাউড়া থেকে আর একটি দল এগিয়ে গেছেন কুমিল্লায় আর একটি দল এসে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

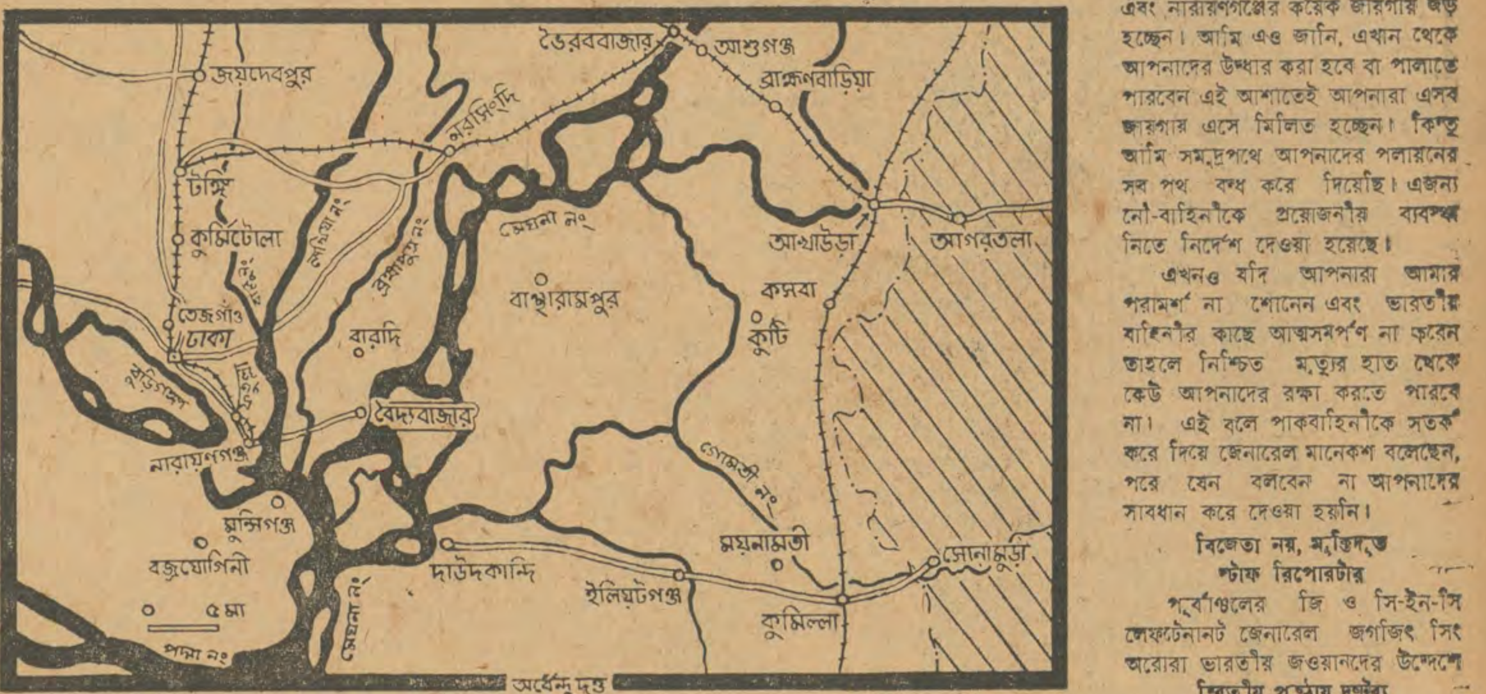

অর্ধেন্দু দত্ত

ধরা না দিলে মৃত্যু
জেনারেল মানেকশ

স্টাফ রিপোরটার

ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল মানেকশ বুধবার আবার বাংলাদেশে পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়েছেন। বলেছেন, নাইলে আপনাদের মৃত্যু অবধারিত।

তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, আত্মসমর্পণ করলে পাকবাহিনীর প্রতি জেনিভা কনভেনশনের রীতি অনুসারে সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে।

বুধবার আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে জেনারেল মানেকশ-র এই আহ্বান প্রচার করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকসেনাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখন আপনারা বরিশাল এবং নারায়ণগঞ্জের কয়েক জায়গায় জড় হচ্ছেন। আমি এও জানি, এখান থেকে আপনাদের উদ্ধার করা হবে বা পালাতে পারবেন এই আশাতেই আপনারা এসব জায়গায় এসে মিলিত হচ্ছেন। কিন্তু আমি সমুদ্রপথে আপনাদের পলায়নের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। এজন্য নৌ-বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখনও যদি আপনারা আমার পরামর্শ না শোনেন এবং ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কেউ আপনাদের রক্ষা করতে পারবে না। এই বলে পাকবাহিনীকে সতর্ক করে দিয়ে জেনারেল মানেকশ বলেছেন, পরে যেন বলবেন না আপনাদের সাবধান করে দেওয়া হয়নি।

বিজেতা নয়, মুক্তিদূত

স্টাফ রিপোরটার

পূর্বাঞ্চলের জি ও সি-ইন-সি লেফটেনান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা ভারতীয় জওয়ানদের উদ্দেশে

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

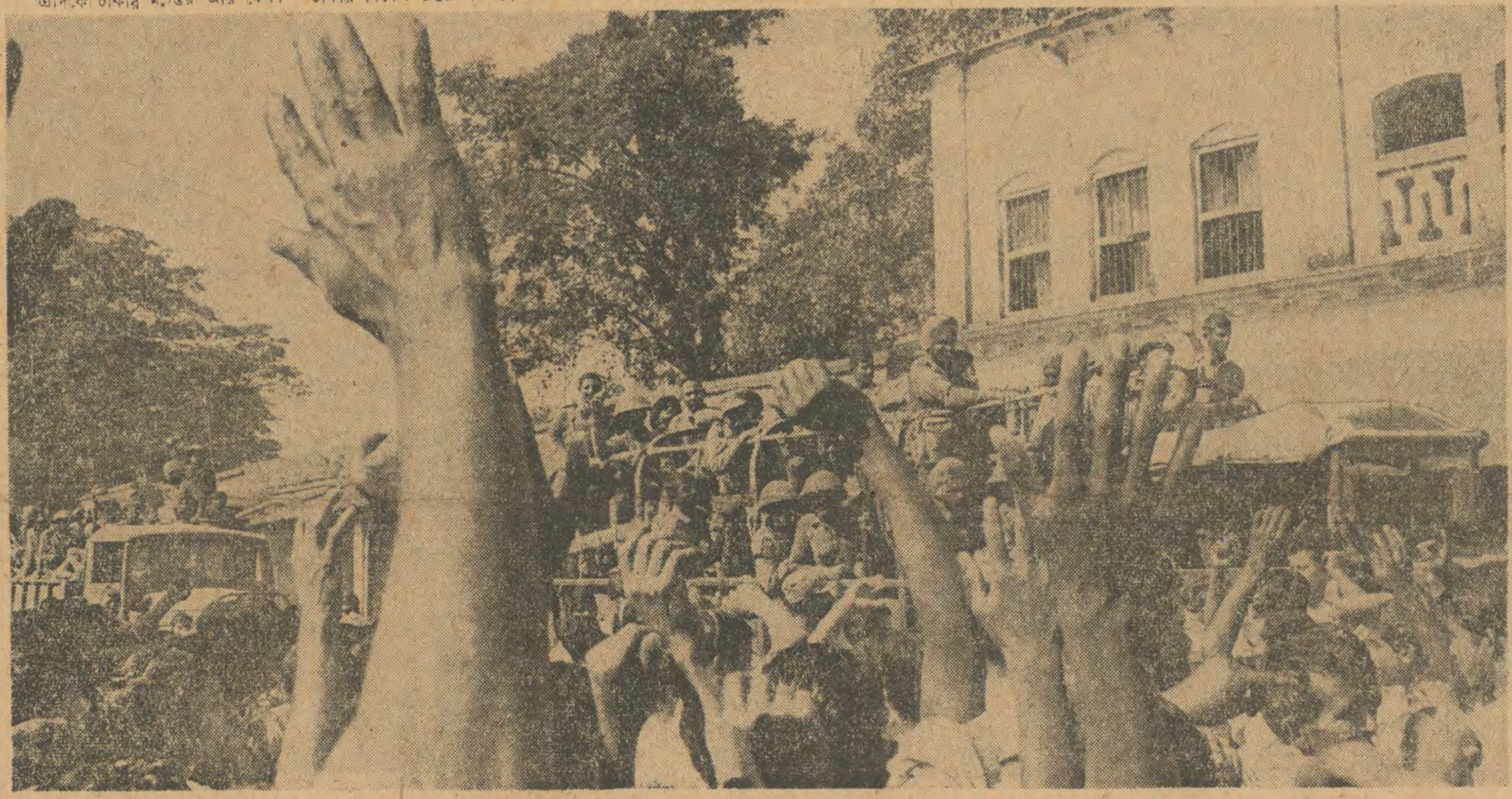

জয় জওয়ান, জয় বাংলা, জয় হিন্দ!!
যশোর খণ্ডে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হানাদার হাটিয়ে-হাটিয়ে এগিয়ে চলেছেন, আর মুক্তএলাকার মুক্তিপাগল মানুষ দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বুধবার দুপুরে ঝিকরগাছার অদূরে অদূরে এই ছবি তুলেছেন আমাদের ফটোগ্রাফার বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত।

সদ্য মুক্ত মাগুরা থেকে ফিরে

সুদেব রায়চৌধুরী

এখন রাত ৯টা। ২০ ঘণ্টা ধরে বাংলাদেশের ঝিনাইদহ, কালিগঞ্জ এবং সবশেষে মাগুরা শহরের পতন দেখে এই মাত্র আমাদের দফতরে ফিরলাম। মাগুরার পতন ঘটে এদিনই বিকাল ৫টায়। তখন আমি ঝিনাইদহ মহকুমা শহরে। সেনাবাহিনীর একজন কমানডার গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, মাগুরা দখল করলাম। পাশে দাঁড়িয়ে সহকর্মী তুষার পণ্ডিত প্রশ্ন করলেন কীভাবে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর : উই হ্যাভ সিম্পলি ওয়াকড ইন। ওরা পালিয়ে গিয়েছে। সম্ভবত মধুমতী পার হয়ে ফরিদপুরে, বা অন্য কোনও দিক দিয়ে ঢাকার পথে।

ঝিনাইদহ শহর থেকে মাগুরা ১৮ মাইল মধুমতীর তীরে।

এদিন ঝিনাইদহ শহরে যখন পৌঁছেছি দেখি তখনও ফিজিক্যাল

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাতক্ষিরা মাগুরা মুক্ত

স্টাফ রিপোরটার

বাংলাদেশের সমস্ত রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত। বিমানঘাটি সহ কুমিল্লা শহর শত্রুকবলমুক্ত। ময়নামতী সেনানিবাস দখলের জন্য লড়াই চলছে। মুক্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া। দক্ষিণ-পূর্ব রণাঙ্গনে যশোহরের মাগুরা, খুলনার সাতক্ষীরা এখন স্বাধীন। উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে সৈদপুরের উত্তরভাগ ভারতীয়বাহিনীর অধিকারে। সৈদপুরের ওপরে তীব্র আক্রমণ চালানো হচ্ছে। পূর্বখণ্ডে চট্টগ্রামের রামগড় এলাকা থেকে শত্রুদের হটিয়ে দিয়েছে মুক্তিবাহিনী।

যশোরের মাগুরা শহর পতনের ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে সংযোগ ভারতীয় বাহিনীর অধিকারে এল। শত্রুরা এখন ফরিদপুরের দিকে পালাচ্ছে। বুধবার রাত্রির মধ্যে যে যে শহরগুলি মুক্ত হয়েছে সেগুলি হল: রূপদিয়া ও লেবুতলা যশোর-খুলনা খণ্ডে। কুমিল্লা খণ্ডে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীহট্ট খণ্ডে শ্রীমঙ্গল ও রংপুর-দিনাজপুর খণ্ডে দুর্গাপুর ও বাদুড়িয়া।

দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন

শত্রু কবলমুক্ত যশোর শহর থেকে আমাদের বাহিনী এখন চতুর্মুখী অভিযান চালাচ্ছেন। একটি দল ঝিনাইদহ হয়ে মাগুরা দখল করেছেন। যশোর থেকে আর একটি দল অগ্রসর হয়েছেন নড়াইলের দিকে। তাঁরা এখন দরাজহাট পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

পাকা অন্যরকম নির্দেশ আসেনি

কলকাতায় পূর্ণ অপ্রদীপই রইল

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতায় এখনও পূর্ণ অপ্রদীপ চলছে। রাস্তার আলো স্তিমিত করে জ্বালানো হবে কি, হবে না সে বিষয়ে পাকা নির্দেশ এখনও আসেনি। অন্তত কলকাতা করপোরেশন এখনও সেরকম কোনও সরকারী নির্দেশ পাননি বলে মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত বুধবার বিকালে জানান। অবশ্য রাস্তার সব আলোতে ঠুলি এখনও লাগানো হয়ে ওঠেনি, আরও দু-এক দিন সময় লাগবে বলে মেয়র জানালেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বন্দী ছ'টি পাক জাহাজ কলকাতা বন্দরে আনা হল

স্টাফ রিপোরটার

বঙ্গোপসাগর থেকে ছটি পাক জাহাজকে বন্দী করে কলকাতা বন্দরে আনা হয়েছে। বুধবার বিকাল তিনটায় কড়া পাহারার মধ্যে জাহাজগুলি কিংজরজেস ডকে ঢোকে। অফিসার এবং নাবিক সমেত জাহাজ ছটি আপাতত এখানেই আটক থাকবে।

এই জাহাজগুলি পাকিস্তানের গালফ শিপিং করপোরেশনের ভাড়া করা। ১০০।১৫০ ফুটের এই সব জাহাজে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রেরিত খাবারদাবার ছিল বলে কলকাতায় জানা যায়। জাহাজ ছটির নাম গালফ স্পেনসেস, গালফ নেভিগেটর গালফ জারেইন, গালফ ব্রিসেনট, টিনা ক্রিশিচয়ানা এবং গালফ ট্রেডার।

আমাদের নৌবহর বঙ্গোপসাগরে এই জাহাজগুলিকে আটক করে।

কুমিল্লায় সেনাপতি অরোরা

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার বাংলাদেশ ও ভারতের পতাকা লাগিয়ে পূর্বাঞ্চলে জি ও সি, লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা বুধবার কুমিল্লা বিমান বন্দরে গিয়ে পৌঁছলে বিপুল জনতা হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানান।

এদিন সকালে ভারতীয় বাহিনী কুমিল্লা বিমানবন্দর সহ কুমিল্লা শহরটি দখল করে নেন।

জেনারেল অরোরা প্রথম ভারতীয় পদস্থ অফিসার, যিনি বিমানে বাংলাদেশে গেলেন।

বিমানবন্দরে বিপুল জনতা শ্রীঅরোরাকে দেখে ধ্বনি দেন, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ।

শ্রী অরোরা হাত তুলে স্মিতহাস্যে সম্বর্ধনার জবাব দেন। কিছু সময় শহরে ঘুরে তিনি অন্যত্র চলে যান।

ডেটলাইন শহর যশোহর

একদিকে জনতার জয়ধ্বনি, অন্য দিকে শুধু পালানোর ছাপ

বরুণ সেনগুপ্ত

যশোর, ৮ ডিসেম্বর—হুকুম পেলে ২৩ নভেম্বরই আমি যশোর দখল করতে পারতাম—বললেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ডিভিশনের প্রধান মেজর জেনারেল দলবীর সিং। যশোর ক্যানটনমেনটের ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে বসে আজ দুপুরে ভারতীয় এবং বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে যশোরের লড়াই ব্যাখ্যা করছিলেন যশোর দখলকারী ভারতীয় বাহিনীর প্রধান।

কিন্তু সেদিন কোন অনুমতি তাঁর ছিল না। দলবীর সিং বললেন : ২২ তারিখ গরীবপুরের লড়াইয়ে পাক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করার পরই আমি এগিয়ে গিয়ে যশোর দখল করতে পারতাম। কিন্তু সেদিন গরীবপুরের লড়াইয়ের পরও আমাকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কারণ, অনুমতি ছিল না।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই যশোর মুক্ত। কার্যত দু ঘণ্টার মধ্যে বিমানবন্দর, ক্যানটনমেনট এবং গোটা শহর ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর দখলে। বুধবার সকালে আমরা যখন যশোরে ঢুকলাম তখন ক্যানটনমেনটে আমাদের নবম ডিভিশনের সদর দফতর পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে, শহরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে, মুক্তিবাহিনীর বীর সেনারাও চতুর্দিক থেকে এসে শহর পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছে।

দলবীর সিং বললেন : যশোরে আমরা ঢুকেছি ৭ তারিখ সকালে। কিন্তু কার্যত যশোরের পতন ঘটেছে ৬ তারিখ ভোরে। দুর্গাবতির লড়াইয়ে। ওরা নাভারণ-ঝিকরগাছা থেকে ঝিনাইদহ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তিন ব্যাটেলিয়ন সৈন্য সাজিয়ে যশোরের প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরী করেছিল। আমি ওদের দুটো কমিশনের কাছে দু মুখো

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নতুন জেলাশাসক যশোরে কার্যভার নিলেন

স্টাফ রিপোরটার

মুজিবনগর, ৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকার যশোরে শ্রীওয়ালিউল ইসলামকে জেলা শাসক পদে নিয়োগ করেছেন।

শ্রীইসলাম বুধবার সকালে যশোরে গিয়ে তাঁর নতুন কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের একজন মুখপাত্র ওই তথ্য জানান।

বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা আজ বৃহস্পতিবার এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। এই বৈঠকে সারা বাংলা দেশের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার জেলা জজ, নির্বাচন কমিশনার এবং ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি পাবলিক সারভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের তালিক স্থির করবেন।

বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীখালেদ বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকামারুজ্জমানের সঙ্গে দেখা করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ সরকার সূত্রে বলা হয় নতুন জেলা শাসক প্রাক্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সারভিসের সদস্য।

জওয়ানদের সঙ্গে সঙ্গে খুলনার পথে খানিকটা

বরুণ সেনগুপ্ত

৮ ডিসেম্বর—আমরা তখন যশোর ক্যানটনমেনটের ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারে যশোর দুর্গ দখলের বর্ণনা শুনছিলাম। মেজর জেনারেল দলবির সিং দুটো বিরাট ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে যশোরের লড়াইটা বোঝাচ্ছিলেন। তখন বেলা প্রায় বারোটা। মুক্ত যশোরে আমরাই প্রথম সাংবাদিক দল।

হঠাৎ খুব কাছ থেকেই কামানের প্রচণ্ড গর্জন শোনা গেল। পর পর তিনটা কাঁপানো আওয়াজ। গোটা ডিভিশনাল হেড কোয়ারটারটাও তিন বার কেঁপে উঠল। নিউইয়র্ক টাইমসের সেনবার্গ জিজ্ঞেস করল : জেনারেল, কামানের আওয়াজ?

জেনারেল......সিং হেসে বললেন : হ্যাঁ, কামানেরই আওয়াজ। আমার কামানের আওয়াজ। একদল পাক সেনা খুলনার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে লড়াই চলছে। মাইল চারেক দূরে। আমি ওদের খতম করতে চাইলেই করতে পারি। কিন্তু তা চাই না। আমি চাই ওরা আত্মসমর্পণ করুক।

আমরা সবাই জিজ্ঞেস করলাম : জেনারেল, আপনি কি ওদের পিছু ধাওয়া করছেন?

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ভারত মানবে না

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গৃহীত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ভারত মানবে না। এমন কি, এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য ভারত সরকার কোন প্রকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের জানান বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকৃত হলে তবেই পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি 'বন্ধু' রাষ্ট্রের আচরণে ভারত সরকার রীতিমত হতাশ। বিশেষ করে উল্লেখ্য যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া। এই দু'টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। অন্যদিকে সান্ত্বনার বিষয় ফ্রানস, ব্রিটেন ও ডেনমারক ভোটদানে বিরত ছিল।

যে সব দেশ ভোটদানে বিরত ছিল তার মধ্যে মাত্র পাঁচটি জোট নিরপেক্ষ দেশ। আর ছিল এশিয়া

পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

মায়ের স্নেহের মতন...

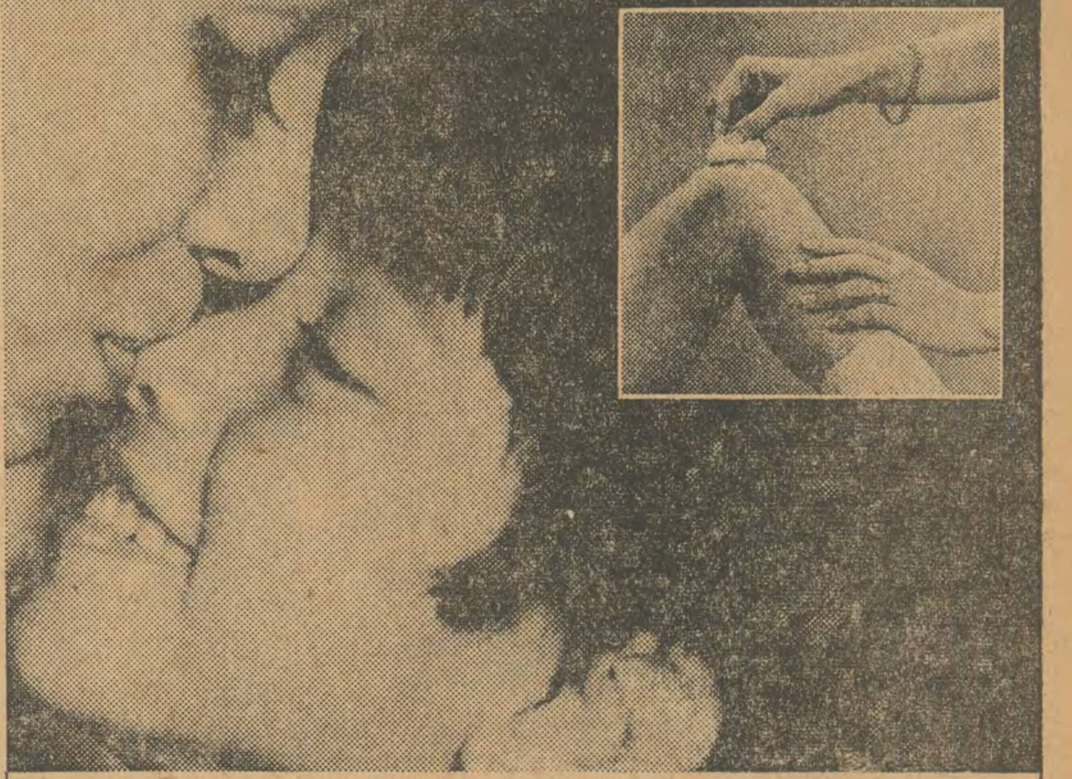

ডেটলের সোহাগ চুম্বন

ডেটল শুধু ঘা পরিষ্কারই করেনা—শুখিয়ে তুলতেও সাহায্য করে।

ত্বকে যে-কোনো কাটা-ছড়ায় ডেটলের ওপর নির্ভর করুন। আপনার ডাক্তারও বলবেন, কাটা-ঘায়ে নিয়মিত ভাবে ডেটল লাগালে তা' জীবাণু-মুক্ত রাখতে সাহায্য করে আর যোগায় সম্পূর্ণ এন্টিসেপটিক নিরাপত্তা।

স্নানের জলে : ডেটল দেয় সতেজ আনন্দ
দাড়ি কামানোর জলে : ডেটল যোগায় নিরাপত্তা

ডাক্তারেরাও নির্ভর করেন

antiseptic
Dettol

এবার নতুন রূপে ডেটল এক সম্পূর্ণ অ্যান্টিসেপটিক চিকিৎসা

লিনটাস-DTL. 2-140 (R) BG

2

আনন্দবাজার পত্রিকা
ANANDABAZAR Cal
Phone 23-2203 (Seven Lines)
23-6541 (Five Lines)
POST BOX No 2536 G.P.O.

কর্মখালি

ক্যাম্প কমান্ডান্ট পদের নিয়োগের জন্য (উত্তর বঙ্গে বাঞ্ছনীয়) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার আবশ্যক। বয়সঃ ষাট বৎসর পর্যন্ত। ইচ্ছুক অফিসারগণ লিখুন বা যোগাযোগ করুনঃ শ্রী এ কে দত্ত চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি, রিফিউজি রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১। ৪৬২৮(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৬৫৯০)

আবশ্যক — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত সংগীত কলেজের জন্য অন্তত ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিম্নলিখিত পদের জন্য ২০-১২-৭১ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। ১। একজন বাংলা গানের শিক্ষক (মহিলা বাঞ্ছনীয়), কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তৎসহ মার্গ সংগীতে ডিপ্লোমা আবশ্যক। ২। একজন তবলাবাদক, বাদ্যে ডিপ্লোমা থাকা চাই। বক্স নং ৬৮০০, আনন্দবাজার, কলি-১। (এ)

সুদক্ষ লেদম্যান আবশ্যক। পারিশ্রমিক উল্লেখ করিয়া যোগাযোগ করুন। বক্স নং ৬৭০৪, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬১১৬)

ঠিকাদারী ফার্মের জন্য মাটির ও অন্যান্য কাজে প্রকৃত অভিজ্ঞ ও কর্মক্ষম এজেন্ট প্রয়োজন। মাহিনা ও অন্যান্য সুবিধা যোগ্যতানুসারে। প্রাতে ৮ ঘটিকার মধ্যে এবং সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে শ্রীহরিপদ মিত্রের সহিত সত্বর নিম্নঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন। ১৬৬নং শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১। (সি ৬১১৮/১)

লিলুয়াস্থিত রোলিং মিলের জন্য অভিজ্ঞ দক্ষ লেদম্যান ও ফিটার চাই। বক্স নং ৬৭৭১, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬২০৯)

পাত্রী চাই

কেঃ সঃ করণিক বি-এ (৩২) টাকীর গুহরায়চৌধুরী। সুশ্রী শিক্ষিতা, গানজানা, পঃ বঃ পাত্রী চাই। দাবী নাই। বক্স নং ৬৫৪২ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৪৭৭)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি

মিন্টু গুপ্ত (অসীম) গত ২৭-১১-৭১

শনিবার হইতে নিখোঁজ। ২৫ বৎসর, ৫'-৫" পরনে সাদা শার্ট সাদা প্যান্ট সন্ধান প্রার্থী সুশীতল গুপ্ত, বিধান পল্লী মধ্যমগ্রাম ২৪ পরগণা। (সি ৬১২৬)

তীর্থ ও প্রমোদ ভ্রমণ

ট্যুরিস্টকোচে রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতে ২৫টি [illegible] বক্রেশ্বর - জয়দেব-তারাপীঠ-মাস নজোর-বোলপুর-মল্লেশ্বর-ময়ূরাক্ষী ১১/১২ জনতা স্পেশাল পি-৪০ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১ ফোন ৩৪-৯৫০১। (সি ৫৭৪৬)

শ্রীমা তীর্থ স্পেশালে লাক্সারি বাসে ১০ অথবা ১১-১২-৭১ রাঁচি টাটা. নেতার হাট, হুডরু-জোনা, কাঁকেডাম—৪০। ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড-১৪ ৩৫-৯৭৫৯, ৩৬-৯৭১১। (সি ৬২৪৪)

জ্যোতিষ ও ভাগ্য গণনা

গ্রহশান্তি কি? কেন? কিভাবে? বিস্তৃত বিশ্লেষণ বিনামূল্যে জানুন। এ দাশশর্মা C/o. পোস্টমাস্টার, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৫৩। (সি ৫৬০০)

শোক সংবাদ

শ্যামবাজার ১২ ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ নিবাসী 'কৃষ্ণচন্দ্র বসুর মধ্যম পুত্র শ্রীরাধামাধব বসু গত ৯ই নভেম্বর '৭১ সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। আগামী ১০ই ডিসেম্বর '৭১ দামোদর কুঞ্জে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। (সি ৬২৫৪)

মোটরকার-লরী

কয়েকটি ২৭ ও ৩৫ পেসেঞ্জারের ভাল বাস সত্বর সুলভে বিক্রয়। (কয়েকটি ভাল বাসরুট বাসসহ লীজে পাইবেন।) জ্ঞানবাবু। ৩৪-৩০৪১ (১১—৪টা) ৬২ নং বহুবাজার স্ট্রীট (সেকেন্ড ফ্লোর) কলি-১২। (সি ৬২০৬)

নাম ঠিকানা পরিবর্তন

আমি এস, ঝালিয়া ৪।১১।৭১ তাং কোর্টের এফিডেভিট বলে আজ হইতে এস. আপলসওয়ামী বলিয়া পরিচিত হইলাম। (সি ৫৯৮৩)

যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

একটি পুরাতন তেল ফিল্টার করিবার মেশিন চাই। বক্স নং ৬৬৬৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৯৯১)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

কবিতা চাই

'বাংলাদেশে'র পটভূমিতে ২০ লাঃ মধ্যে। শেষ দিন ২৫ ডিসেঃ, '৭১। ইমেজ, ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড। (সি ৫৭৭৭)

ব্যক্তিগত

৫২সি বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য জানাইতেছেন যে, স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ১০ই ডিসেম্বর শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রীতি সম্মেলন জরুরী অবস্থার জন্য স্থগিত রহিল। (সি ৬১২৮)

লুডউইগ টিয়েক রচিত "পুস ইন বুটস" অনুসরণে বিল্লি চলি পহেন কে জুতা' (হিন্দী নাটক), প্রাপ্তবয়স্কদের অপরূপ রূপকথা, নির্দেশনা উলফগাং মেরিং ও প্রযোজনা দিশান্তর ও ম্যাক্সমুলার ভবন, আজ সন্ধ্যা ৫টায় হিন্দি হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হবে। অবিলম্বে এম এম বি থেকে ফ্রী পাস সংগ্রহ করুন। (৬৮১৪)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
কলিকাতা-৫০

কলিকাতা ও চতুষ্পার্শ্বে 'নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা' শিথিল না হওয়া এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত আংশিক সময়ের (সান্ধ্য) এল এম ই এবং এল ই ই ক্লাস রবিবার বেলা ১০-৫০টা হইতে বিকাল ৪-২৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বাঃ এ কে রায়চৌধুরী,
৮-১২-৭১
প্রিন্সিপাল
বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
৫৬, বি টি রোড, কলিকাতা-৫০
(৬৮১৩)

গোয়েঙ্কা কলেজ অব কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
২১০, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
সান্ধ্য বিভাগ

১৯৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৭২ সালের মে পর্যন্ত সেসনের জন্য ইংরেজি শর্টহ্যান্ড, ইংরেজি টাইপ রাইটিং এবং বাংলা শর্টহ্যান্ডে স্পীড ক্লাসে ভর্তির নিমিত্ত ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। ভর্তির জন্য দরখাস্ত ফরম কাজের দিন বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে অথবা একটি স্বনাম-ঠিকানা লিখিত ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইয়া কলেজ অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। ন্যূনতম যোগ্যতা : স্কুল ফাইনাল বা সমতুল পরীক্ষায় পাস। ৪৬৫১(৩)আই পি আর।এ।৭১ (৬৭৬১)

অলিম্পাস কেজি ও নার্শারী স্কুল

ইংলিশ মিডিয়াম, সুপরিবেশ স্কুল-এ ভর্তি চলিতেছে। ৪এ, নর্দার্ন এভিনিউ। ফোন : ৫৬-৩০৭৯ (সি ৬১২৭)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী তাঁহাদের অল্পদিনের ভিতর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার নাই। মাসিক বেতন ১৫-৫০। রয়েল কলেজ ১২ ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ। শাখা : ৮৭/২ বিধান সরণি (দর্পনার পাশে); ৫ ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড খিদিরপুরে। (৬৭৬৪এ)

কোম্পানি নোটিস

দি ইণ্ডিয়ান কেবল্ কোম্পানী লিঃ
১৯৭৯/৮৪ রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চার

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্য ছয় মাসের জন্য সুদ প্রদানের নিমিত্ত ডিবেঞ্চার হোল্ডারদিগের রেজিস্টার ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

১৯৭১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর খাতাপত্রে রেজিস্টার্ড ডিবেঞ্চারহোল্ডারদিগকে অথবা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিদিগকে ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারী বা তাহার পর সুদের ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হইবে।

৯ হেয়ার স্ট্রীট,
কলিকাতা।
৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১

পি কে মুখার্জি
ফিনান্সিয়াল ডিরেক্টর অ্যান্ড সেক্রেটারী
(৬৭৬০)

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন
বিজ্ঞপ্তি

পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে প্রতি ঘণ্টায় ২০ টন ক্যাপাসিটির একটি জি বি কোল কনভেয়র আগাগোড়া ওভারহলিং, প্রয়োজনীয় অংশ বদলসহ মেরামতের জন্য দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার-২ কর্তৃক গৃহীত হইবে।

ইচ্ছুক দরদাতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, প্রয়োজনীয় মেরামতী কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ স্থির করিবার জন্য তাঁহারা যেন পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে কোল কনভেয়ারটি দেখিয়া লন। কাজ সম্পাদন করিবার শিডিউল কলিকাতা-১৩ অধীন ৫নং এস এন ব্যানার্জি রোডস্থিত ওয়াটার ওয়ার্কস-এর এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের অফিসে অথবা পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট যে-কোনো কাজের দিন অফিস চলার কালে দেখিতে পারিবেন।

দুই প্রস্থ দরপত্র খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে ঘণ্টায় ২০ টন ক্যাপাসিটির জি বি কনভেয়র ওভারহলিং ও মেরামতের জন্য দরপত্র" কথাগুলি লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। গ্যারান্টির সময়সীমা, শর্তাবলী। কাজ হাতে লইবার পূর্বে পক্ষগণকে ৫ শতাংশ জামিন জমা দিয়া চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণ না করিবার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
৭-১২-৭১
(৬৬৯৩/৩)

কলিকাতা কর্পোরেশন
বিজ্ঞপ্তি

পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস-এর ওল্ড ইনটেক স্টেশনে প্রতিটি ১০ টন ক্যাপাসিটির দুইটি ওভারহেড ক্রেন পেন্টিং ও প্রয়োজনীয় পার্টসমূহ বদলসহ আগাগোড়া ওভারহলিং ও মেরামতের জন্য ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার-২ কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

দুই প্রস্থ দরপত্র খামে ভরিয়া সীল করিয়া উপরে "পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে ১০ টন ওভারহেড ক্রেন ওভারহলিং ও মেরামতের জন্য দরপত্র" কথাগুলি লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের অনুরোধ করা যাইতেছে যে, প্রয়োজনীয় মেরামতী কাজের পরিমাণ ও প্রকৃতি স্থির করিবার জন্য (ইহার সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত ও খোয়া যাওয়া পার্টগুলির বদলও ধরিতে হইবে) তাঁহারা যেন পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসে আসিয়া ক্রেনগুলি দেখিয়া লন।

গ্যারান্টির সময়সীমা, শর্তাবলী এবং গভঃ টেস্ট হাউস হইতে প্রাপ্ত সেফটি লোড টেস্ট সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। এই সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদিত করিতে হইবে। কোনোও কারণ না দর্শাইয়া সর্বনিম্ন বা যে কোনো প্রস্তাব গ্রহণ না করিবার অধিকার কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত।

সেক্রেটারি
কলিকাতা কর্পোরেশন
৭-১২-৭১
(৬৬৯৩/২)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার

সাহেবগঞ্জ আজিমগঞ্জ বর্ধমান, ব্যান্ডেল ও কাটোয়াস্থিত ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যানের অধিক্ষেত্র অধীনে ১৩৯ ইউনিট টাইপ ১, ৮০ ইউনিট টাইপ ২, ২ ইউনিট টাইপ ৩ কোয়ার্টার ও তিনপাহাড় পোস্ট অফিস, সাহেবগঞ্জ রেস্ট হাউস এবং গার্ড ও ড্রাইভারদের রানিং রুম বৈদ্যুতিকরণের জন্য রেজিস্টার্ড ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিক্যাল ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। কলিকাতাস্থ এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রতিটির জন্য অফেরৎযোগ্য ১০ টাকা জমা দেওয়ার রসিদ দেখাইলে ২২-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন ডিভিশন্যাল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার (জি)/হাওড়া-এর নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। টেন্ডার ফরম ডাকযোগে পাঠানো হইবে না। বায়নার পরিমাণ ১,০০০ টাকা। ২২-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে।

ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট/হাওড়া
জি ১০/২/পিআরও'এইচডবলিউএইচ-৫১
(৬৫৭৮)

টেন্ডার

২৬শে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত স্টেট মাস এডুকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন অফিসার কর্তৃক হোর্ডিং ও ওয়ালপেন্টিং-এর জন্য যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল তার সময়সীমা ১৬-১২-৭১ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। (৬৮১৫)

ধরা না দিলে মৃত্যু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক বার্তায় বলেছেন, বাংলাদেশে ঢোকার সময় তাঁরা যেন মনে রাখেন তাঁরা সেখানে মুক্তির দূত হিসাবেই যাচ্ছেন, বিজেতা হিসাবে নয়।

তিনি আরও বলেছেন, তাঁদের ব্যবহার যেন সেইরূপ হয়। তিনি বলেন, পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় বাহিনীর উপর আজ ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বাংলাদেশকে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের হাত থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব বর্তেছে।

টেন্ডার

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে :

১। স্কিম নং ৫-এম-তে বর্তমান কাঠের পুলের নিকট উল্টাডাঙ্গায় (গ্রে স্ট্রীট এক্সটেনশন বরাবর) হাই লেভেল অ্যাপ্রোচসহ সারকুলার কেনলের উপর আর সি রোড ব্রিজ নির্মাণ।

২। স্কিম নং ৫-এম-তে বর্তমান কাঠের পুলের নিকট উল্টাডাঙ্গায় (গ্রে স্ট্রীট এক্সটেনশন বরাবর) সারকুলার কেনালের উপর ব্রিজের অ্যাপ্রোচ বরাবর পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিসহ লো লেভেল রাস্তা নির্মাণ।

৩। স্কিম নং ৫-এম-তে বর্তমান কাঠের পুলের নিকট উল্টাডাঙ্গায় (গ্রে স্ট্রীট এক্সটেনশন বরাবর) সারকুলার কেনালের উপর ব্রিজের জন্য অ্যাপ্রোচ রোডের উভয় দিক বরাবর লো লেভেল রোডের উপর স্ট্রীট লাইটিং।

(১), (২) এবং (৩)নং-এর জন্য বায়না বাবদ যথাক্রমে ২০,০০০ টাকা, ৬০৭৫ টাকা এবং ১,০২০ টাকা ২৯-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

(১)-এর জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ ১৫ টাকা এবং (২) ও (৩) প্রতিটির জন্য প্রতি প্রস্থ বাবদ ৫ টাকা আদায় দিলে কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনস্থ ট্রাস্টের অফিসে টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

যে সকল ঠিকাদার তাঁহাদের আর্থিক সংগতি এবং অনুরূপ কাজে অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া আবেদন করিবেন এবং কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চিফ এঞ্জিনিয়ারের অনুমতি লাভ করিবেন সেই সকল ঠিকাদারকে টেন্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

দুই প্রস্থে পৃথক পৃথক টেন্ডার পৃথক পৃথক সীলকরা খামে ভরিয়া উপরে কাজের নাম লিখিয়া ৩০-১২-৭১ তারিখ বেলা ১২টার মধ্যে সেক্রেটারির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ভি এস সি বনার্জি
চেয়ারম্যান
(৬৫০১)

প্রিন্সিপ্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কল্যাণী, পোঃ অঃ কল্যাণী (নদীয়া) কর্তৃক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয় এইরূপ দ্রব্যাদি যথা বিভিন্ন কাঁচামাল, হ্যান্ড টুল, এম এস ফ্লাট ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রকৃত ডিলার/প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে সাধারণ কাগজে দুই প্রস্থে সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। যে-কোনো কাজের দিন অফিস চলার কালে ইনস্টিটিউটের নোটিস বোর্ড হইতে ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণ দ্রব্যাবলীর বিস্তারিত তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন। টেন্ডারদাতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত দরের সহিত এই ইনস্টিটিউটের স্টোর্স পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ ধরিয়া দর দিতে হইবে। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেন্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দর গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে। ৪৬৪৬(২)আইপিআর/এ/৭১ (৬৫৪৮)

নোটিস

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
নোটিস

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন সদস্য নির্বাচন করিবার জন্য কলেজ টিচার্স কনসটিটুয়েন্সীকে আহ্বান জানাইয়া ২৫-১১-৭১ তারিখের নোটিস পাকিস্তানী গোলাবর্ষণের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির নিমিত্ত যথাসময়ে বা আদৌ বালুরঘাটস্থিত কলেজসমূহে পৌঁছিতে পারে নাই বলিয়া ভাইস-চ্যান্সেলর নিশ্চিত হইয়াছেন; এবং যেহেতু ভাইস-চ্যান্সেলার এ বিষয়ে নিশ্চিত হইয়াছেন যে, উক্ত নোটিফিকেশন অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই, এবং যেহেতু ভাইস-চ্যান্সেলার উক্ত নোটিফিকেশন প্রত্যাহার করিয়াছেন, সেই হেতু সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত নোটিফিকেশনটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হইল।

৭-১২-৭১

বি কে বাজপেয়ী
রিটার্নিং অফিসার
(৬৭৬৬)

জনতার জয়ধ্বনি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আক্রমণ করলাম। ওরা অতর্কিত আক্রমণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এসে পড়লাম চৌগাছা-যশোর রোডে। ওদের পেছন থেকে পুরোপুরি কেটে দিলাম। দু দল পাক সৈন্য তখন দু দিকে পালাল। একদল মাগুরা দিয়ে ফরিদপুর ঢাকার দিকে। আর একদল যশোর ক্যানটনমেনটের মুখে। কিন্তু ওরা যশোর ক্যানটনমেনটে পৌঁছবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। তখন পাক সেনবাহিনীর ওই দলটা খুলনার দিকে আসতে বাধ্য হল। যশোর দুর্গ প্রায় বিনা বাধায় আমাদের দখলে চলে এল।

মেজর জেনারেল বললেন : ওরা যদি বুদ্ধিমানের মত লড়াই করত তাহলে এই যশোর ক্যানটনমেনটের মুখে আমাদের অন্তত এক মাস আটক রাখতে পারত। যশোরের চতুর্দিকে ওরা অসংখ্য কনক্রিটের বাংকার তৈরি করেছিল। সেখানে বসে যশোর রক্ষার লড়াইয়ে নামলে আমাদের জয় কঠিন হত।

সীমান্ত পেরিয়ে বেনাপোলে ঢুকেই আমরা দেখলাম যশোর সেকটরে পাক সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির চিহ্ন। প্রতি মাইল পথের দু ধারে অন্তত বিশটি বাংকার। প্রতিটি ছোট ঘাঁটির চারদিকে ফকস হোল। প্রতিটি ব্রিজের সামনে পেছনে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

কিন্তু কোথাও কোনও লড়াইয়ের চিহ্ন নেই। আছে শুধু দ্রুত পলায়নের ছাপ। সর্বত্র। প্রতিটি রাস্তায়। প্রতিটি ব্রিজে। নাভারণের ব্রিজ ওরা উড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে। ঝিকরগাছায় কপোতাক্ষীর উপরে বিরাট সড়ক সেতু এবং রেল ব্রিজ দুটোই খান খান। পুলেরঘাট ব্রীজ দুমরে মুচরে ভাঙ্গা। সমস্ত যশোর ক্যানটনমেনটের ভেতরে বাক্স বিছানা ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

কখন ওদের পলায়ন পর্ব শুরু? নাভারণে শুনলাম সোমবার রাত দশটা নাগাদ। আরও কয়েক মাইল দূরে ঝিকরগাছায় গিয়ে জানলাম, ওরা ব্রিজ দুটো ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেয় রাত বারোটায়। যশোর পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বলেনঃ আমি খোলাডাঙ্গায় থাকি। ক্যানটনমেনটেরই কাছে। সোমবার বিকালে যশোর বিমান বন্দরে ভারতীয় বিমান প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ শুরু করে। গোটা বিমানবন্দরটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তারপর সন্ধ্যা থেকেই ওরা পালাতে শুরু করেছে। খুলনার দিকে। ট্যাংক সাঁজোয়া গাড়ি কামান সব নিয়ে গিয়েছে। আমরা ভাবলাম মুক্তিবাহিনী আজ রাত্রেই আসবে। ফাঁকা ক্যানটনমেনট দখল নিতে। কিন্তু এল না। পরদিন সকালে আরিকপুরের গেটে প্রথম ইন্ডিয়ান মিলিটারির গাড়ি এল। আমরা যে কজন আশপাশে ছিলাম এগিয়ে গিয়ে ওদের ফুলের মালা দিলাম।

আজ সকালে আমরা যখন পথে দেখলাম ভারতীয় মিলিটারির যশোরের দিকে এগোচ্ছে তখন পথে গাড়িগুলিকে ঘিরে ধরে জনতার কী উল্লাস। [illegible] ছোট বড়ো সবাই নাচছে। শ্লোগান দিচ্ছে 'জয় বাংলা জয় মুক্তির জয় ভারত জয় ইন্দিরা।' আমরা তখন নাভারণের কাছে। [illegible] নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম : বাড়ি ফিরছেন? [illegible] জবাব দিলেন : আল্লায় সুদিন দেছে!

গোটা ১৫ মাইল পথে আমরা একটি জিনিস দেখেছি : মুক্তির আনন্দ স্বস্তির নিশ্বাস। সবাই বাড়ি ফিরছেন। কেউ এক মাস পর কেউ বা আট মাস পর। পালিয়ে দূর-দূরান্ত গ্রামে চলে গিয়েছিলেন। সকলের মুখেই এক ধ্বনি : জয় বাংলা।

অসংখ্য মানুষের মুখে শুনলাম পাক সেনাবাহিনী এবং রাজাকারদের অত্যাচারের কাহিনী। যশোর [illegible] হাসপাতালের [illegible] ফাদার বললেন : এক যশোর শহরেই ৯ এপ্রিলের পর [illegible] ওরা অন্তত পাঁচ হাজার মানুষ খুন করেছে। ঝিকরগাছায় শুনলাম [illegible] কথা—[illegible] কথা। সবাই বললেন : [illegible] খুঁড়ে দেখাব কত নরকঙ্কাল [illegible]।

বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক, প্রৌঢ় সবাই এগিয়ে এলেন অত্যাচারের কথা বলতে। বললেন : নারীর উপর এত অত্যাচার বোধ হয় পৃথিবীতে হয়নি। দূর গ্রামে পালিয়েও মহিলারা আত্মরক্ষা করতে পারেননি।

কারা অত্যাচার করেছে বেশী? খান সেনারা? না রাজাকাররা? সবাই জবাব দিলেন দু-দলই। দু-দলই সমান অত্যাচার চালিয়েছে।

নোটিস

স্টীল এ্যান্ড এ্যালায়েড প্রোডাক্টস্ লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস
২/১, হোসেন শাহ রোড, কলিকাতা-২৩
শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০বি ধারার বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, উক্ত আইনের ১৯৮(৪) ও ২৬৯ ধারা অনুসারে অনুমোদন জ্ঞাত হইবার দিন হইতে ৫ বৎসরের জন্য শ্রীসঞ্জয় মজুমদারকে পারিশ্রমিক হিসাবে বাৎসরিক ২০০ টাকা বৃদ্ধি সহ মাসিক ২৫০০ টাকা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহ টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর পদে নিয়োগের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়া কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করিতে মনস্থ করিয়াছে।

বোর্ডের অনুমত্যানুসারে
কে ডি ব্যানার্জী
সেক্রেটারী
(৬৭৬৩/১এ)

খুলনার পথে খানিকটা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেনারেল আবার হাসলেন : না, আমি কখনও কারো পিছু ধাওয়া করি না। যখন অরডার হয়, তখন আমি শত্রুকে আঘাত হানি এবং শেষ করে দিই। যশোর সেকটরেও তাই করেছি।

রিপোরটার এবং ফটোগ্রাফাররা সবাই আবার জিজ্ঞেস করলেন : জেনারেল, মাইল চারেক দূরে যে ছোট লড়াইটা চলছে, আমরা তা দেখতে যেতে পারি।

জেনারেল আবার বললেন : নিশ্চয়ই।

দুটো সামরিক ট্রাকে বোঝাই হয়ে সবাই দ্রুত রওয়ানা হলাম সেই যুদ্ধক্ষেত্রে।

মাইল তিনেক এগোবার পরই ট্রাক থেকে নামতে হল। যশোর-খুলনা রোডে টি বি হাসপাতালের কাছে পৌঁছবার পরই একজন মেজর ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের বাধা দিলেন, ট্রাকে আর এগোতে পারবে না, শত্রুসেনা রাস্তার বাঁ পাশে রয়েছে। আধ ঘণ্টা আগে ওরা বৃষ্টির মত গোলা ছুড়ছিল। তোমাদের ট্রাক দুটো দেখলেও গুলি ছুড়তে পারে। তাড়াতাড়ি নেমে পড়। এগোতে চাও ত সাবধান। যে কোনও সময় গোলা এসে পড়তে পারে।

আমাদের কামানের গর্জন তখন আরো বেড়েছে। মেজরকে জিজ্ঞেস করা হলঃ কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে?

মেজর বললেন : হ্যাঁ, আমাদের ট্যাঙ্ক থেকে কামানের গোলা চালানো হচ্ছে। শত্রুপক্ষে সৈন্য বেশি নেই। হয়ত মাত্র শ তিনেক। কিন্তু সঙ্গে ট্যাঙ্ক আছে। ভারী কামান আছে। বাধা দিতে দিতে পিছু হটছে। প্রচণ্ড গোলাগুলি চালাচ্ছে। আমাদের কামানগুলি গর্জে উঠতেই এখন আবার পালাচ্ছে। আমরা অবশ্য ঠিক সেভাবে ওদের ধাওয়া করতে চাই না। চাইলে এখনই ধরতে পারি।

চারিদিকে গাছের বড় বড় ডাল ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। যেন বিরাট একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। ভারী পাক কামানের গোলায় রাস্তার দুধারে বড় বড় গর্ত হয়েছে। রাস্তায় শুধু আমাদের সৈন্যরা। রাস্তার দু ধারে কোথাও একটি মানুষের চিহ্ন নেই। একটি পশু, একটি পাখিরও দেখা পেলাম না। শুধু কামানের গর্জন।

মেজর বললেন : একটু সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের ট্যাঙ্কগুলি গোলা চালাচ্ছে।

আমরা এগিয়ে যেতে চাইলাম। মেজর বাধা দিলেন। নো, ডেনজারাস। কোনও রিপোরটার, কোনও ফটোগ্রাফারই কিন্তু সে বাধা মানতে রাজি নয়।

মেজর অগত্যা রাজি হলেন। বললেন : ও কে। তবে একসঙ্গে দু তিন জনের বেশি হাঁটা চলবে না। কোথাও দাঁড়াতে পারবে না। রাস্তার ডানদিকে চেপে যেতে হবে। মেজর বললেন, চল, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।

খুলনা - যশোর - সাতক্ষীরা রোডের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম। উত্তর দিক থেকে গিয়েছে যশোর রোড। পশ্চিম দিক থেকে এসেছে সাতক্ষীরার রাস্তা। মেজর ওয়াকি টকিতে নির্দেশ দিলেন : স্টপ ফায়ার। শত্রুকে আবার পালাতে দাও।

যশোর-খুলনা রোডের উপর আমাদের বিরাট বিরাট আরমারড কারগুলি দাঁড়িয়ে। সাতক্ষীরা রোড ধরে দাঁড়িয়ে ট্যাঙ্কগুলি। আরমারড কার এবং ট্যাঙ্ক থেকে গোলাবর্ষণ তখন থেকে গিয়েছে।

মেজর বললেন : ওরা পালাচ্ছে। খুলনার দিকে। সেখানে ওদের আরো সৈন্য আছে। ওরা যদি আগেই আত্মসমর্পণ না করে তাহলে খুলনা পৌঁছবার আগেই আমরা ওদের ধরব। তোমরা চলে গেলেই আবার আমাদের বাহিনী এগোবে।

মাথার ওপর প্রথমে ক্ষীণ এবং পরে বিরাট আওয়াজ শোনা গেল। সবাই ওপরে তাকালাম। আমাদের তিনখানা মিগ দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। দ্রুত তারা ডাইভ দিল। দূরে থেকে কয়েকটা আওয়াজ ভেসে এল। মেজর বললেন : এয়ার-ফোরসের সাপোর্টিং অ্যাকসন। ওদের বুঝিয়ে দিতে চাই, হয় আত্মসমর্পণ, না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। খুলনায় ওদের যত সেনা জড়ো হয়েছে সকলের জন্যই আমাদের এক বক্তব্য।

খুলনায় ওদের কত সৈন্য জড়ো হয়েছে? মেজর জবাব দিলেন : সঠিক জানি না। কেউ বলে, পাঁচ হাজার, কেউ বলে তিন হাজার। যতই জড়ো হয়ে থাক আমরা শেষ করে দেব।

মেসিনগানের আওয়াজ শোনা গেল। খট খট খট। পর পর কয়েকটা গুলি। মেজর বললেন : রাস্তার কোনও ঝোপের আড়াল থেকে ওরা আক্রমণ করতে চাইছে। সাবধান।

আমরা রাস্তার ডান দিক চেপে দাঁড়ালাম।

মেজর বললেন : আর ওদের সময় দেওয়া যায় না। এবার আমাদের এগোতে হবে। এখন আর পদাতিক রিপোরটারদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন এগোবে শুধু আরমারড কার এবং ট্যাংক। তোমরা তোমাদের কাজে যাও। আমরা আমাদের কাজে এগোই। আরমারড কার বা ট্যাংকে তোমাদের নেওয়া যাবে না।

মেজর আবার ওয়াকিটকিতে নির্দেশ দিলেন : ফরওয়ারড। ক্যাট ক্যাট ক্যাট করে ট্যাংকগুলি এগিয়ে চলল। একটু এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। এগিয়ে এল আরমারডকারগুলি। তারপর সবাই এক সঙ্গে এগিয়ে চলল।

আবার আওয়াজ হল : দুম। পি টি ৫৬ ট্যাংক আবার গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগোচ্ছে। ক্যাট ক্যাট ক্যাট। দুম... দুম... দুম।

তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

বিনয়-বাদল-দীনেশ স্মরণ

বুধবার, ৮ ডিসেম্বর—বিনয়-বাদল-দীনেশ দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল শ্রীএ এল ডায়াস মহাকরণের দোতালার লবি-তে ওই তিন শহীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

ওই অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র শ্রীশ্যামসুন্দর গুপ্ত এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সদ্য মুক্ত মাগুরা থেকে ফিরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ট্রেনিং স্কুলের ছাদের ওপরে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার বেলা ২-৩০টায় পালিয়ে যাবার সময় খান সেনারা এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওখানেই তাদের পেটরল গুদামজাত ছিল। দোকানপাট এদিনও বন্ধ। মাইকে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবীরা ঘোষণা করছেন, দোকানপাট, স্কুল কলেজ কাছারি সব খুলবে বৃহস্পতিবার থেকে; আপনারা সাহায্য করুন।

কমানডার আর একটু নিয়ে গেলেন আমাদের, দেখালেন, ন্যাশনাল ক্যাডেট কলেজের একতলায় তিন হাজার টন মারকিন, চীন ও অন্য কয়টি বিদেশী রাষ্ট্রের মারণাস্ত্র।

যখন ফিরছি, তখন দেখি গরুর গাড়িতে, সাইকেল রিকসায় উলটো যাত্রা। ও'রা ফিরছেন, জয়বাংলা ধ্বনি দিচ্ছেন।

পানজাবীরা বেশি করেছে নারীর ওপর অত্যাচার আর লুঠ। রাজাকররা বেশি করেছে খুন।

এখন কিন্তু দু-দল একসঙ্গে নেই। সৈন্যরা যখন পালিয়েছে রাজাকরদের তখন সঙ্গে নিয়ে যায়নি। যশোরে যখন সেনারা পালাচ্ছে তখন রাজাকররাও নাকি ট্রাকে উঠতে গিয়েছিল। সৈন্যরা কাউকে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছে কাউকে গুলি করে মেরেছে। চাঁচড়ার মোড়ে ওরা লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাজাকরদের গুলি করে মেরেছে।

সেই রাজাকররা এখন কী করছে? এখন তারাই দূর দূরান্ত গ্রামে পালাচ্ছে। আর প্রত্যেকের পা ধরে কাঁদছে : আমাদের বাঁচান।

বাংলাদেশের মানুষ ওদের বাঁচাতে রাজি নন। কিন্তু দলবীর সিং নির্দেশ দিয়েছেন : গ্রেফতার করতে পার, কিন্তু কাউকে খুন করা চলবে না। বলবীর সিং বললেন: যশোরে কাল রাত্রেই দুটো ওইরকম খুন হয়েছে। তারপরেই আমি ওই নির্দেশ দিয়েছি—কাউকে কেউ খুন করতে পারবে না, করলে আমি তাকেই খুন করব।

ছোটদের উলেন
কোট
রকমারী ডিজাইন
রকমারী কাটিং-এর
সস্তা দামে
আমাদের নিকট দেখুন
হরলালকা
টেকস্‌টাইলস্‌
গড়িয়াহাট জংশন

টায়ার
জরুরী ঘোষণা

টায়ার ব্যবহারকারিগণ অবহিত আছেন যে, টায়ার শিল্প স্কুটার ও মোটর সাইকেল, জীপ, ভ্যান ও লাইট ভেহিকল, কার এবং হেভী ভেহিকলের ব্যবহারোপযোগী বহু প্রকার সাইজ ও প্যাটার্নের টায়ার তৈরি করিয়া থাকে।

হেভী ভেহিকলসমূহে যে টায়ার ব্যবহার করা হয়, তাহার সাইজ হইল ৭০০.২০, ৭৫০.২০, ৮২৫.২০, ৯০০.২০, ১০০০.২০ এবং ১১০০.২০। ইহাদের মধ্যে ৮২৫.২০, ৯০০.২০ এবং ১০০০.২০ সাইজের টায়ার সম্পর্কেই কেবল অবস্থা কিছুটা সঙ্গীন হইয়া উঠে এবং এই অ্যাসোসিয়েশন সরকার, ট্রাক ও বাস অপারেটরের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্তরে উহার বণ্টন পরিকল্পনা দ্বারা উপরোক্ত তিনটি সাইজের টায়ার সম্পর্কে বিলিব্যবস্থা করিতেছেন।

প্রাপ্ত দরখাস্ত (কেবল ৮২৫.২০ সাইজের ৩৪৮৬টি টায়ারের জন্য দরখাস্ত এই অ্যাসোসিয়েশনের হাতে পড়িয়া আছে) এবং সরবরাহের মধ্যে অস্বাভাবিক ফারাক থাকার দরুন এই অ্যাসোসিয়েশন ৮২৫.২০ সাইজের টায়ার সম্পর্কে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। ৯০০.২০ এবং ১০০০.২০ সাইজের টায়ার সম্পর্কে অবস্থার নিশ্চিত উন্নতি ঘটিয়াছে; উহার ফলে ৯০০.২০ এবং ১০০০.২০—১০০ লেভেল টায়ারের জন্য অ্যাসোসিয়েশনের হাতে কোন দরখাস্ত পড়িয়া নাই।

জনসাধারণকে আরও সহায়তা করার ব্যবস্থা হিসাবে এবং ৩০-১১-৭১ তারিখের আমাদের অ্যালটমেন্ট নোটিসের ধারাবাহিকতাক্রমে অ্যাসোসিয়েশন জানাইতেছেন যে যদি কোন ভেহিকল ৯০০.২০ অথবা ১০০০.২০ সাইজের টায়ারের অভাবে অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং তাঁহারা যদি এই অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ ৬টি টায়ারের সরবরাহ ইতিমধ্যে না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অপারেটরগণ তাঁহাদের দরখাস্ত প্রসেসিং-এর জন্য স্ব স্ব স্ক্রীনিং কমিটি বা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার গুডস (যে ক্ষেত্রে যেরূপ) (ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল)-এর নিকট অবিলম্বে আবেদন করিবেন। এই অ্যাসোসিয়েশন ৯০০.২০ এবং ১০০০.২০ (১০০ লেভেল) টায়ারের জন্য অবিলম্বে ডেলিভারি অর্ডার ইস্যু করিবেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে সমস্ত দরখাস্তকারীর দরখাস্ত ঐভাবে আমাদের নিকট আসিবে এবং এই সপ্তাহের মধ্যে যাঁহারা ডি/ও সংগ্রহ করিবেন তাঁহারা যথাযথভাবে তাঁহাদের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ১৫-১২-৭১ তারিখের মধ্যে তাঁহাদের মাল তুলিয়া লইবেন।

স্ব স্ব স্ক্রীনিং কমিটি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব কনজিউমার গুডস (যে ক্ষেত্রে যেরূপ)-এর পূর্ব সুপারিশ সাপেক্ষে ৯০০.২০ এবং ১০০০.২০ (১০০ লেভেল) সাইজের টায়ারের জন্যও প্রচলিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

অ্যাসোসিয়েশন এই উপলক্ষে টায়ার ব্যবহারকারী জনসাধারণকে পুনরায় এই নিশ্চয়তা দিতেছেন যে ব্যবহারকারীদিগকে সাধ্যমত সম্ভাব্য সকল প্রকারে সাহায্য করাই তাঁহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়। অ্যাসোসিয়েশন এ পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় রেজেস্ট্রি করা লরির ক্ষেত্রে	যাহার নিকট আবেদন করিতে হইবে	কলিকাতা স্ক্রিনিং কমিটি (লরি) ৪৩, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা
কলিকাতা, ২৪ পরগণা ও হাওড়ায় রেজেস্ট্রি করা বাসের ক্ষেত্রে	যাহার নিকট আবেদন করিতে হইবে	কলিকাতা স্ক্রিনিং কমিটি (বাসেস) ৬, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা
পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় রেজেস্ট্রি করা ট্রাক ও বাসের ক্ষেত্রে	যাহার নিকট আবেদন করিতে হইবে	ডিস্ট্রিক্ট স্ক্রিনিং কমিটি মারফৎ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেকটর অব কনজিউমার গুডস, ১১এ, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা

ক্যালকাটা টায়ার ডিলার্স অ্যান্ড রিট্রিভার্স অ্যাসোসিয়েশন
৩ গোখেল রোড, কলিকাতা—২০
ফোন : ৪৪৯২০৩

সর্দি-কাশিতে
নিমেষে আরাম!

অমৃতাঞ্জন
জাদু জানে!

সর্দিকাশি কি মাথাধরা, ফিক্ ব্যথা কি পেশীর যন্ত্রণায় অমৃতাঞ্জন লাগান—সঙ্গে সঙ্গে আরাম। ৭৫ বছরের ওপর ঘরে ঘরে নির্ভাবনায় সবাই ব্যবহার করছেন। এক শিশি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। 'জার' ও কমদামী ছোট্ট কৌটোতেও পাওয়া যায়।

অমৃতাঞ্জন : সর্দিকাশি ও ব্যথা-বেদনা উপশমে দশ ওষুধের এক ওষুধ।

অমৃতাঞ্জন লিমিটেড, মাদ্রাজ
AM 5980

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

চুতোরভাইরা!

আপনাদের কাজকর্মে জোড়া লাগাবার জন্য শ্রেষ্ঠ গঁদ

ক্যালি-বণ্ড

সবরকম কাজের উপযোগী সিন্থেটিক রেজিন গঁদ]

কাঠ জোড়া লাগাতে এবং ডেকোলাম, ফর্মিকা প্রভৃতি ল্যামিনেটিং করার কাজে ব্যবহার করুন ক্যালি-বণ্ড। ব্যবহারের জন্য তৈরী অবস্থাতে পাওয়া যায়—গরম করার দরকার হয় না। আর নিমেষে শুকিয়ে যায়।

৫ কিলোর কৌটায়, ১ কিলো ও ½ কিলোর শিশিতে এবং কোলাপসিবল টিউবে পাওয়া যায়।

তাছাড়া, প্লাস্টিকের জিনিস জোড়ার জন্য, ভাঙা খেলনা, চীনামাটির বাসনপত্র প্রভৃতি মেরামতের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

ক্যালিকো কেমিক্যাল্‌স অ্যাণ্ড প্লাস্টিক ডিভিসন,
অনিক-চেম্বুর, বোম্বাই-৭৪ এএস

shilpi ccp 1/71 ben.

কলিকাতা অফিস : ক্যালিকো কেমিক্যালস অ্যান্ড প্লাস্টিকস ডিভিসন, ৬৭, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড কলিকাতা-১৪। ফোন নং ৪৪-৭০৬৩ গ্রাম : CALIPLAST
ডীলার : প্রিকেয়ার, ৫৪, সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ কলিকাতা-১২; হাতিম অ্যান্ড কোং, ১০, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬; কেমিক্যালস ইণ্ডিয়া, ২০-এ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

পাঁচ উইকেট হারিয়ে মোহনবাগান ফাইনালে পেঁছিল

স্টাফ রিপোর্টার

মোহনবাগান পি সেন স্মৃতি ট্রফির ফাইনালে উঠল স্পোরটিং ইউনিয়নকে ৫ উইকেটে হারিয়ে। মোহনবাগান এবার খেলবে কালীঘাটের সংগে। স্পোরটিং ইউনিয়নের ১৬৩ রানের উত্তরে গতকাল মোহনবাগান এক উইকেটে ৪৩ রান করেছিল। ১২১ রান করলে জয়ী হবে এই অবস্থায় মোহনবাগান বুধবার ইনিংস শুরু করে ১৪ রান যোগ হতেই প্রকাশ পোদ্দারকে হারায়। স্পোরটিং একদিকে পেস অপরদিকে স্পিন দিয়ে আক্রমণ চালাতে থাকে। বাঁহাতি স্পিনার দিলীপ দোশীর বলের নিখুঁত ফ্লাইটে ভুল করে এরপর একে একে সম্বরণ নিমাই ও শ্যামসুন্দর ক্রিজ ছাড়তে বাধ্য হয়। লানচের আগেই ৯৬ রানে পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। নিমাই ঘোষ ও শ্যামসুন্দর মিত্রের ক্যাচ আউটকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা মাঠ জুড়ে থাকায় লানচের পর পাঁচ মিনিট দেরীতে খেলা শুরু হয়। চুণী গোস্বামী অমিতাভের বলে জয়সূচক রানটি তুলে উত্তেজনা কমিয়ে দেন। আজ ১৭৫ মিনিটে মোহনবাগানের ১২১ রান ওঠে।

স্পোরটিং ইউনিয়ন—১৬৩ (নিমাই রায় ৩৬ নঃ আঃ, দীপঙ্কর সরকার ৪-৩৬)

মোহনবাগান—৫ উইঃ ১৬৪ (দেব মুখারজি ১১, প্রকাশ পোদ্দার ৪০, সম্বরণ ব্যানারজি ১২, নিমাই ঘোষ ৭, শ্যামসুন্দর মিত্র ৯, চুণী গোস্বামী নঃ আঃ ৩৮, আর হাসান নঃ আঃ ২৭, দিলীপ দোশী ৪-৪৯, অমিতাভ রায় ১-৪২)

স্থগিত

জাতীয় টেবল টেনিস : তেত্রিশতম জাতীয় ও আন্তঃ অ্যাসোসিয়েশন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপস হায়দরাবাদে ১৮ থেকে ২৬ ডিসেম্বর হবে ঠিক ছিল। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা ১৫ দিন স্থগিত রাখা হয়েছে এবং ১৯৭২ সালের ১ থেকে ৯ জানুয়ারি এই প্রতিযোগিতা হবে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সংগে আন্তঃ ইনস্টিটিউশনাল চ্যাম্পিয়নসিপ ৪ ও ৫ জানুয়ারি হবে। টেবল টেনিস ফেডারেশনের বার্ষিক সভা হবে হায়দরাবাদে ২ জানুয়ারি।

অ্যাথলেটিকস : আগামী ১৯ ও ২০ ডিসেম্বর মাদ্রাজে অল ইনডিয়া অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপস ও কোট্টায়ামে ১৩ থেকে ১৬ জানুয়ারি আন্তঃ রাজ্য এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা জরুরী অবস্থার জন্য স্থগিত রাখা হল। মাদ্রাজে এ এ এফ আই-এর নির্ধারিত সভাটিও স্থগিত রাখা হল।

বুধবারে

স্টাফ রিপোর্টার

অ্যাথলেটিকস :

বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিক স্পোরটসের দ্বিতীয় দিনে দুটি বিষয়ে নূতন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রেকরড হয়। ছাত্রদের ২০০ মিটার দৌড়ে বিদ্যাসাগর (সান্ধ্য) কলেজের মনোরঞ্জন পোড়েল, সেন্ট জেভিয়ারসের এ কেনেডীর ১৯৬৭ সালের রেকরড ২২·৫ সেকেন্ড ভেংগে ২২·০ সেকেনড করেছে। ছাত্রীদের হাই জাম্পে বিদ্যাসাগর কলেজের ছবি হাজরা নিজেরই রেকরড থেকে ·০১ মিটার বেশী লাফিয়ে ১·৩৬ মিঃ করেছে।

ছাত্র সমিতি আবার ভলিবল চ্যাম্পিয়ন

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার ময়দানে পশ্চিম বাংলা ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নসিপের ফাইনালে ছাত্র সমিতি ১৫—১১, ১৫—১৩, ১৫—১০ পয়েনটে হাওড়া ইউনিয়নকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়।

ওড়িশার বিরুদ্ধে বাংলা দল

স্টাফ রিপোরটার

রণজি ট্রফি পূর্বাঞ্চল ক্রিকেটে ওড়িশার বিরুদ্ধে বাংলার তেরো জন খেলোয়াড়ের নাম বুধবার ঘোষিত হল। অধিনায়কের নাম গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। কটকে বরাবাটি স্টেডিয়ামে ১২, ১৩, ১৪ ডিসেম্বর খেলা। শুক্রবার বাংলা দল কটক যাচ্ছে। দলে থাকবেন চুণী গোস্বামী (অধিনায়ক), রুসি জিজিবয় (উইকেট রক্ষক), প্রকাশ পোদ্দার, কল্যাণ চৌধুরী, শ্যামসুন্দর মিত্র, রবি ব্যানারজি, সুব্রত গুহ, অম্বর রায় দিলীপ দোশী, গোপাল বসু, দীপঙ্কর সরকার, দেব মুখারজি, অলোক মজুমদার, প্রলয় চেগ। ম্যানেজার—শ্রীদিলীপ ঘোষ।

বিশ্ব একাদশ জিতেছে

পারথ ৮ ডিসেম্বর—বিশ্ব একাদশ ও পশ্চিম অসট্রেলিয়ার চারদিনব্যাপী খেলায় বিশ্ব একাদশ ৭২ রানে বিজয়ী হয়েছে। পশ্চিম অসট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস ২৮১ রানে শেষ হয়েছে। ইনতিখাব আলাম ৪০ রানে ৪টি উইকেট ও হাটন ১৯ রানে ২টি উইকেট দখল করে।

বিশ্ব একাদশ—৩২০ ও ৯ উইঃ ২৮৮
পশ্চিম অসট্রেলিয়া—২৫৫ ও ২৮১।
—রয়টার

WINTER REDUCTION SALE

২৫% ৩০% বাদ

● পুরুষদের
শাল—৩৬, ৬০, ৬৭.৫০, ৯০, ১১৫, ১৪৫, ১৮০ ইত্যাদি
মলিদা—৯.৭৫ হইতে ২১, ২৫, এবং ৪৫ টাকা হইতে ৬৪
তুষ—১৬, ২২.৫০, ৩০ হইতে ৬০
সোয়েটার—৯, ১৫, ২৫ হইতে ৩০, এবং ৪৮ হইতে ৭৭ ইত্যাদি
কোট—৩১ হইতে ৮০
জহর কোট—১৮ হইতে ৫২
উলেন প্যান্ট—২০, ২৫, ২৮ ইত্যাদি
শার্ট, পাঞ্জাবী—১৭.৭৫ হইতে ২৭, ৩৬

● মহিলাদের
শাল—২৮ হইতে ৯০, ১২০, ১৬০, ১৮০ ইত্যাদি
মলিদা—৫, ২২.৫০, ৩০
ঔরঙ্গাবাদ স্কার্ফ—৪.৬০, ১১.৫০
কার্ডিগান—৯ হইতে ৬০, ৭০ ইত্যাদি
কাশ্মীরী কোট—৩৬ হইতে ৬০

● বিখ্যাত মিলের রকমারী কম্বল সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে

● ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য রকমারী ডিজাইনের শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন

হরলালকা
৩৫ সুবার্বন স্কুল রোড,
ভবানীপুর

Maharishi Mahesh Yogi

Next one month's Training Course to train Teachers of Maharishi's Transcendental Meditation under direct guidance of Br. Sattyanand start as under :—

Dec. 10, 1971 to Jan. 8, 1972
Jan. 15, 1972 to Feb. 13, 1972

For details write to:—

ACADEMY OF MEDITATION
Shankeracharyanagar,
Rishikesh, U.P. (INDIA)

(6778A)

ডেকোয়াডিন

কাজ করে ২ ভাবে

গলাব্যথা ও কাশিতে দেয় সুনিশ্চিত আরাম

একমাত্র ডেকোয়াডিন অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স'এই রয়েছে ফলপ্রদ অ্যান্টিসেপটিক—ডেকোয়ালিনিয়াম ক্লোরাইড যা গলাব্যথা ও কাশিতে সুনিশ্চিত আরাম দেয়।

গ্ল্যাক্সো'র অ্যান্টিসেপটিক লজেন্স দেয় সুনিশ্চিত আরাম—সঙ্গে সঙ্গে।

GLO-8736

১৯৭১ : বোম্বাইয়ের সর্বপ্রথম রেজিস্ট্রীকৃত ও প্রাচীনতম বস্ত্রকল মোরারজী মিলস্'এর শতাব্দীপূর্তি বর্ষ।

এই মিলের প্রতিষ্ঠাতা একজন তেজস্বী নির্ভীক মহান ব্যক্তি—মোরারজী গোকুলদাস। তিনি সমকালীন ক্ষমতাসম্পন্ন, সমাজসংস্কারক, দেশপ্রেমী ও মানবদরদী ব্যক্তিদের অন্যতম। প্রশংসা তাঁকে বিব্রত করত। তিনি বলতেন, "অধিকাংশ পরোপকারের ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধি কিম্বা আত্মগরিমা লাভই আমার উদ্দেশ্য। তবে জানিনা, বিদেশী কয়লা অনেক সুলভ হওয়া সত্বেও আমি কেন ভারতীয় কাঠ আমার বয়লারের জন্য ব্যবহার করি।"

১৯৩৪ সালে এই বস্ত্রকলের পরিচালনাভার আরেকজন উদ্যমী পুরুষ শ্রীপিরামল চতুর্ভুজের হাতে ন্যস্ত হয়। শ্রীপিরামল রাজস্থান থেকে বোম্বাই চলে আসেন পায়ে হেঁটে। উট ভাড়া করার মত অবস্থা তাঁর ছিল না। ভিক্ষুকের রাজত্ব প্রাপ্তির গল্প তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়। তিনি বহু গুণের অধিকারী হলেও যখন তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন তখন অসাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিভাই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। তৃতীয় দশকে তিনি 'তুলার রাজা' নামে পরিচিত হন। মোরারজী মিলসের প্রতিষ্ঠাতার মত তিনিও কোন দিন লাভের লোভে উৎপাদনের উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

মোরারজী মিলসের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীগোপীকিষন পিরামল ১৮ বছর বয়সে কার্যভার হাতে নেন। তিনি বালক বয়সেই ব্যাপারিক সফরে পিতার সঙ্গী হতেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাল শক্ত হাতে ধরলেন। তাঁর পরিচালনায় দেখতে দেখতে মিলের দারুণ উন্নতি হতে শুরু হয়। স্পিণ্ডল আর তাঁতের সংখ্যা বাড়ল আর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রও বসানো হল। ১৯৭০ সালে লাভের অঙ্ক ১০ লাখ থেকে হয়ে দাঁড়াল ১ কোটি টাকা।

পরিচালনা বিষয়ে মোরারজী মিলস্ উদারপন্থী। ১৯১৫ সালে মোরারজী মিলস্‌ই প্রথম টেক্সটাইল মিলস্ যা মিলস্ মজদুর ক্রেডিট কোঅপারেটিভ সোসাইটি চালু করে। ১৯৬৫ সালে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি. পি. নাইকের উপস্থিতিতে এই সোসাইটির স্বর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধুলার ক্ষেত্রেও মোরারজী মিলসের প্রচুর সুখ্যাতি। পিরামল পরিবারের সকলেই একদিন উৎসাহী খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁদের প্রেরণায় মোরারজী মিলসের কর্মীরা আন্তর-মিলস প্রতিযোগিতায় এবং রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করেছে।

এখন মোরারজী মিলস প্রায় সবরকম কাপড়ই তৈরী করছে। এর খাকি কাপড় আজ ৫০ বছরেরও ওপর প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই বস্ত্রকল তৈরী করে চলেছে ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য বহু ধরণের কাপড়, যেমন লং ক্লথ, ব্লীচড ড্রিল ও মিডিয়াম রঙের ছাপানো পপলিন; লনস্, তসর ও সার্টিন; অত্যন্ত আধুনিক কাপড় হাই টুইস্ট ভয়েলস্ ও ওয়াশ এন' উইয়ার কেব্রিক (সিঙ্গল ও ২ × ২), ড্রিপ ড্রাই ফিনিশের স্ক্রীন প্রিন্টেড ড্রেস মেটিরিয়াল, বহুবর্ণ ও সাতরঙা কাপড়; পলিয়ে-স্টার শার্টিং ও ১০০% পলিয়েস্টার শাড়ী। মোরারজী মিলসে ১১ এস থেকে ১৪০ এস কাউণ্ট পর্যন্ত নানা রকমের সুতো এবং অন্যান্য মিলের তুলনায় সবচেয়ে বেশী ধরণের কাপড় তৈরী হয়। তাছাড়া খুব অল্প সময়ের নোটিশেই মোরারজী মিলস্ যে-কোন প্রকারের কাপড় প্রস্তুত করতে সক্ষম।

মোরারজী মিলসের বস্ত্র-সম্ভারের সমাদর পৃথিবীর সর্বত্র— আমেরিকা, ইংলণ্ড, রাশিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ওয়েস্ট ইণ্ডীজ, মধ্যপ্রাচ্য, মালেশিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড। এসব দেশের দোকানে দেশী জিনিসের সঙ্গে মোরারজী মিলসের সামগ্রীও বিক্রী হচ্ছে।

১৯৭০ সালে সুতী কাপড় আর সুতার বিক্রয় থেকে মোরারজী মিলস্ উপার্জন করে মোট প্রায় ৮০,০০,০০০ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। শতায়ুঃ এই মিল যেমন বর্তমানের সাথী তেমনি ভবিষ্যতের দিশারী। মোরারজী মিলস্ তার জীবনের প্রথম শতাব্দীর সমস্ত সঙ্কল্প, আত্মপ্রত্যয়, উদ্দীপনা ও আশা নিয়ে সাফল্যের পথে পদার্পণ করল দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সামনে নতুন ফ্যাশান, নবীন স্বপ্ন।

এই আমাদের শতবর্ষের কাহিনী।

চাকা ঘুরে চলে বন বন ক'রে বুনুনি॥

মোরারজী মিলস্

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

ভারতের বাহিরে ভারতবর্ষ যেখানে তার মৈত্রীর সোনার কাঠি দিয়ে স্পর্শ করেছে সেখানেই শিল্প-কলার কী প্রভূত ও পরমাশ্চর্য বিকাশ হয়েছে। শিল্প-সৃষ্টি মহিমায় সে-সকল দেশ মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। —রবীন্দ্রনাথ

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত — রাউণ্ড দুই

যেমনটি আশা করা গিয়াছিল, তেমনটিই ঘটিয়াছে; রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ এমন একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছে যাহা সরাসরি ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের দোস্ত বাবু আর মুরুব্বিদের ইহার জন্য কম কাঠখড় পোড়াইতে হয় নাই। চক্রান্তটা নিরাপত্তা পরিষদের চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়ার পর তাহারা সেটাকে টানিয়া নামাইয়াছে সাধারণ পরিষদের মাঝ দরিয়ায়, কিন্তু মাঝিমাল্লারা জানে না এই দরিয়ার জলও অগভীর আর ঘোলা। তবে রণাঙ্গনে পহেলা রাউণ্ডে কাবু হইয়া পিণ্ডি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খানিকটা সুবিধা করিয়া লইতে পারিয়াছে বৈকি। মেড়ার মতো সে গুঁতাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু জানিত নিজের জোরে লড়িতে সে পারিবে না, তাই গোড়া হইতেই কেবল খুঁটি খুঁজিয়াছে। খুঁটির জোর না থাকিলে, সে জানে তাহার বাঁচার আশা নাই।

সেই জোর কিন্তু আন্তর্জাতিক ওই আড্ডাখানার ফতোয়াটা মিলাইয়া দিবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইদানীং যা হালচাল আর স্বরূপ, তাহাতে সংস্থাটাকে আড্ডাখানা বলিলে তাহার মানহানি হয় বলিয়া মনে হয় না। আড্ডাটা বসে নিউইয়র্কের একটা কাঁচের বাড়িতে। কাঁচের বাড়িতে যাহাদের বাস, তাহাদেরই অনেকে মিলিয়া অন্য বাড়ির দিকে ঢিল ছুঁড়িয়াছে। ঢিল আর কিছু নহে, শুধু কথার থান ইঁট। বত্রিশটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব যেন বত্রিশটা দাঁত বাহির করিয়া মুখ ভ্যাংচাইতেছে। ভ্যাংচাইতেছে নিজেকেই। নামে বত্রিশটি দেশ, আসলে ব্যাপারটা চীন-মার্কিনের দু-কলম, অনেকেই আমেরিকা আর ওয়াশিংটনের বেনামদার। বেনামীতে ফড়ের মারফৎ পাকিস্তানের দুই পৃষ্ঠপোষক দুনিয়ার হাটে সখীর হইয়া সখের সওদা করিয়া লইয়াছে। একদিকে ১০৪ ভোট, অন্যদিকে ১১—কেরামতিটা আলবৎ চমৎকার।

তাহার চেয়েও চমৎকার ভোটের ময়না-হিসাব। চীন-মার্কিন অবশ্যই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল, বেবাক আরব দেশগুলি (একটি বাদে) যে পাকিস্তানের দিকে ঢলিবে, সেটাও জানা কথাই, আফ্রিকাও ওই বেসুরো সুরেই গলা মিলাইয়াছে। কিন্তু সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার—যুগোশ্লাভিয়া দেখা গেল সেও এখন মার্কিন লবিতে। অথচ যুগোশ্লাভিয়া আর মিশর এই দুইটি দেশকে লইয়াই আমরা না একদিন নিরপেক্ষ-নীতির 'ট্রিনিটি'-তত্ত্ব খাড়া করিয়াছিলাম। দেখা গেল, আদি হইলেই অকৃত্রিম বন্ধু হয় না—যুগোশ্লাভিয়া আর মিশর জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ত্রিমূর্তির দুইটিই খসিয়াছে, এখন রইল বাকি এক—ভারত।

এক কিন্তু একা নহে, আর নহে। ভারতের পাশে আজ সোভিয়েট রাশিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের ভোটাভুটির নকশাখানি সবটাই যে ভারত-বিদ্বেষ চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে তাহা নয়, ইহার মধ্যে সোভিয়েট-বিরোধিতার চেহারাও ফুটিয়া উঠিতেছে। নহিলে রুমানিয়ার অন্য দলে চলিয়া যাওয়ার ব্যাখ্যা হয় না। সোভিয়েট প্লাস ভারত বিশ্ব-রাজনীতিতে এই শক্তির যোগশক্তি প্রচণ্ড—অনেকেরই সেটা পরিপাক হইতেছে না, পাক-রক্ষা প্রস্তাবের অছিলায় বদহজমের ওই ব্যাপারটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তবে নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্স আর ব্রিটেন যে নিরপেক্ষ ভূমিকা লইয়াছিল সেটা এবারও অটুট আছে, যেমন অন্যদিক কপট বন্ধুদের মুখোশ টুটাফুটা হইয়া ছিঁড়িয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া যুগোশ্লাভিয়ার আচরণ "ভাই, ভালুক তোমাকে কী বলিয়া গেল"—সেই গল্পটা স্মরণ করাইয়া দেয়। আজ ভারতের বিপদ, আজ ভারতের সংকট। এই সংকটের দিনে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভোটাভুটির নমুনার ছাপ পরে ভারতের সার্বিক পররাষ্ট্রনীতির উপরও পড়িতে বাধ্য। সবটাকেই হয়তো ঢালিয়া সাজাইয়া লইতে হইবে। যেমন মানুষকে, তেমনই রাষ্ট্রকে মিত্র-অমিত্র হিসাবে চেনা যায় একমাত্র বিপদের দিনে।

নহিলে আন্তর্জাতিক দরবারের অন্য কোনও তাৎপর্য নাই—ফতোয়াটার নখদন্ত আছে কিনা সন্দেহ। অস্ত্রসংবরণের আহ্বানে পাকিস্তানই কি সাড়া দিবে? মনে হয় না। সে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে আগে—আমাদের বিমান বন্দরে বন্দরে হামলা চালাইয়াছে। তখন নিক্সন সাহেব কথাটি বলেন নাই, সেই আচরণে "আগ্রাসন" দেখেন নাই। এখনও তিনি প্রায় প্রত্যহই মুখ খোলেন, হিতোপদেশ ঝাড়েন, কিন্তু একটি চোখ ঠারে ঠোরে বিলকুল বন্ধ রাখিয়া। রাষ্ট্রপুঞ্জের বয়ানেও নিক্সনেরই প্রতিধ্বনি পিণ্ডিশাহীর ঘৃণ্যতম কীর্তির উপর আশীর্বাদের শীলমোহর। কিন্তু এই যে প্রস্তাব, ইহাতে দলিত বাংলাদেশের কথা কোথায়, অত্যাচারী আর গণহত্যাকারী পিণ্ডিশাসকদের ধিক্কার দিয়া একটি বাক্যও আছে কি? যে জুরিরা এজলাস বসাইলেন তাঁহারা বাংলাদেশের একজন সাক্ষীকেও কি ডাকিয়াছেন? ডাকেন নাই বলিয়া এই বিচার অসিদ্ধ, ডাকেন নাই বলিয়া এই রায় অগ্রাহ্য। সমস্ত ব্যাপারটাই শিবহীন যজ্ঞের পরিহাসের মতন। লীগ অব নেশনস্ যেপথে গিয়াছিল তাহার ওয়ারিশ রাষ্ট্রপুঞ্জও ঠিক সেই নিয়তির দিকে চলিয়াছে। একই দলাদলি, একই দালালি, একই পক্ষপাত। রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতের প্রতি আজ বিমুখ, ভারতও রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে কিনা সেটা ভারতেরই বিবেচ্য।

মোটের উপর ইতিকর্তব্য স্থির যা করার তাহা ভারতকেই করিতে হইবে—আত্মবিশ্বাসে এবং আত্মশক্তিতে। এই অসময়েও, বিধাতার করুণা তাহার কিছু সময় মিলিয়া যাইতেছে। তবু আন্তর্জাতিক চক্রান্ত কবে হস্তক্ষেপের কেন সুযোগ আর ছুতা বাছিয়া লইবে, কোন্ রূপে দেখা দিবে হলপ করিয়া বলা যায় না। তবে মনে হয় না একটা আন্তর্জাতিক ফৌজ পাঠানোর সাধ্য বা বাসনা রাষ্ট্রপুঞ্জের আছে। বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে ফৌজ পাঠাইতে পারে একমাত্র আমেরিকা হয়তো পারে চীন। কোরিয়ায় আমেরিকা রাষ্ট্রপুঞ্জের বেনামে এইভাবেই একবার লড়িয়াছে বটে, পিগ্স্ উপসাগরে একাই একবার কিউবাকে গুঁতাইতে গিয়াছিল, ইহাও ঠিক। কিন্তু সে সব দিন চলিয়া গিয়াছে। নিজের সর্বনাশা এশিয়া-নীতির জ্বালায় আমেরিকা এখন নিজেই জ্বলিতেছে, আর ভিয়েৎনামে একেবারে নাককানকাটা শূর্পনখা হইয়া আছে। বাকি রহিল চীন, যে বিপ্লব রপ্তানী করে কেবল বস্তাবোঝাই কথায়। কোনও দেশের জনগণের জন্য সরাসরি জনযুদ্ধ এই সমাজতন্ত্রী লাল মুলুকটা আজ পর্যন্ত করে নাই। পিণ্ডির কিছু খুদে ইয়ারবক্সী আছে বটে, তাহাদের উদ্দেশে পিণ্ডি "বাঁচাও বাঁচাও" আর্তনাদও ছাড়িয়াছে। তাহারা অবশ্যই পাকিস্তানের প্রেমিক, পেট্রন, সহমর্মী ও সহধর্মী। কিন্তু গ্যালারিতে বসিয়া যাহারা "বাক্ আপ" 'বাক্ আপ্' বলিয়া হাততালি দেয় আর ডাক ছাড়ে, তাহাদের কেহ কি কখনও খেলার মাঠে নামিয়া পড়ে?

কে কাহার সমান

পঁয়ষট্টির যুদ্ধের আগে পাক-বাহিনী তাল ঠুকিয়া বলিয়া বেড়াইত যে, এক-একজন পাক সেনা তিন-তিনজন ভারতীয় সেনার মোকাবিলা করিতে সক্ষম। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হইবার প্রাক্কালেও তাহারা তাল নিতান্ত কম ঠোকে নাই। সত্য বলিতে কী, হামবড়াইয়ের ভাবটা এবারে ছিল আরও মাত্রাছাড়। পাক-সেনাপতিদের কেউ বলিয়াছে, তাহারা এক-একজনেই পাঁচ-পাঁচ জন ভারতীয় জওয়ানের সমকক্ষ, আবার কেউ-বা আরও এক ধাপ আগাইয়া গিয়া বলিয়াছে, পাঁচজনের নয় দশজনের। সন্দেহ স্বাভাবিক যে, সম্মুখ-সমর শুরু হইয়া না-গেলে সংখ্যাগত ওই দাবির বহর ক্রমে আরও বাড়িয়াই যাইত। "মুখেন মারিতং জগৎ" বলিয়া একটা কথা আছে, বস্তুত জগৎ-সংসারকে নস্যাৎ করিবার সেটাই সবচেয়ে সহজ পন্থা; সুতরাং চাই কী, পিণ্ডির কোনও জবরজঙ্গী হয়ত এমন দাবিও করিয়া বসিতে পারিত যে, গোটা পাক-বাহিনীকে কাজে লাগাইবার কোনও কথাই ওঠে না, কেননা, যে-কোনও একজন পাক সৈন্যই গোটা ভারতীয় বাহিনীর মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা ধরে।

সন্দেহ নাই যে, এ এক তাজ্জব সংখ্যার খেলা; এবং পাক-সেনাপতিরা যে থাকিয়া-থাকিয়া এই সংখ্যার খেলায় মত্ত হইয়া ওঠে কেন, তাহাও সহজেই বোঝা যায়। নিজেদেরই হাঁটুর ঠকঠকানি আর বুকের ধড়ফড়ানি কমাইবার জন্য এই খেলাটা তাহাদের খেলিতে হয়। জনবল, সৈন্যবল, ভূমির সীমানা আর সম্পদ, পাকিস্তান যে কোনও দিক দিয়াই ভারতবর্ষের সমকক্ষ নহে, এই সহজ কথাটা কি আর তাহারা বোঝে না? অবশ্যই জানে। বাস্তব অবস্থাকে যে-দিক হইতে বিচার করিয়া দেখুক, কোনও দিকেই কোনও আশার আলোর সন্ধান তাহারা পায় না। অগত্যা নির্ভর করিতে হয় অবাস্তব একটা অসত্যের উপরে; কুযুক্তির কাজল পরিয়া এই অলীক স্বপ্ন দেখিতে হয় যে, ভারতীয়দের তুলনায় তাহারা বেশী দক্ষ। স্বপ্নটা অবশ্য অচিরেই ভাঙে। কাহার দক্ষতা কতখানি, পঁয়ষট্টিতেই তাহার প্রশ্নাতীত প্রমাণ মিলিয়াছিল। একাত্তরেও হরেক রণাঙ্গনে ভগ্ন শাফি, ধ্বস্ত প্যাটন আর ডানাকাটা স্যাবরের প্রমাণ ছড়াইয়া আছে।

ছোট সংখ্যা দিয়া যে কখনও বড় সংখ্যার মোকাবিলা করা যায় না, তাহা অবশ্য নয়। ইতিহাসে তেমন নজিরও অনেক আছে। কিন্তু সেই নজির তো এক্ষেত্রে খাটিবে না; খয়রাতী ট্যাংক বিমান আর বন্দুক যতই থাক না কেন, জঙ্গীশাহীর সৈন্যদলের মনোবল নাই এতটুকুও। মনোবল নাই, কেননা আদর্শও নাই। এবং আদর্শ নাই বলিয়াই সেই নিতান্ত-বেতনভোগী সৈন্যদলের পিছনে জনসাধারণের কোনও সমর্থনও নাই। ভারতীয় বাহিনী যেক্ষেত্রে মহৎ একটা আদর্শের প্রেরণা লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন আদৌ কোনও আদর্শ সেক্ষেত্রে পাক-বাহিনীকে জোর যোগাইতেছে না। হাতে বন্দুক আছে বটে, কিন্তু সে তো গুণ্ডা-বদমায়েসদেরও থাকে, উদ্দেশ্যের বিচারে পাক-বাহিনী নেহাতই একটা ঠ্যাঙাড়ের দল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই ঠ্যাঙাড়েদেরই এবারের ঠ্যাঙানি খাইবার পালা। বিস্তর তাল ঠুকিয়াছে, এখন তাহাদের উরুভঙ্গের দিন।

ষৎকিঞ্চিৎ

পাক-জঙ্গীশাহীর ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে ভারত আজ এক সর্বাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ। আমাদের সাহসী জওয়ানেরা জাতির স্বাধীনতাকে চিরকালের মত নিরাপদ করিতে সংকল্পবদ্ধ। এ-সময়ে সাধারণের পক্ষে শুধু আপন আপন কর্তব্য পালনই যথেষ্ট নয়—প্রয়োজন কিছু রক্ত-মূল্যও। কলিকাতার ব্লাড ব্যাংকের ডাইরেক্টার জানাইয়াছেন—রক্তের ভাণ্ডার সীমাবদ্ধ, হঠাৎ বেশী রক্তের প্রয়োজন হইলে তহবিলে টান পড়িতে পারে। সংবাদটা উদ্বেগজনক। দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া যখন ব্যাপক এবং প্রবল লড়াই, তখন রক্তের প্রয়োজন বাড়িয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এক এলাকায় না-হইলেও অন্য এলাকায় আহতের জন্য অবশ্যই বাড়তি রক্ত দরকার হইবে। এই সম্ভাবনার কথা জানা থাকা সত্ত্বেও মজুত ভাণ্ডার গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয় নাই কেন বোঝা দুঃসাধ্য। তবে কি এক সঙ্গে যথেষ্ট রক্ত সংগ্রহ বা জমা রাখিবার ব্যবস্থা নাই? কর্তৃপক্ষ এখন আবেদন জানাইয়াছেন। আবেদনে সাড়া দিবার মত মানুষের অভাব হইবে না—সেটা নিশ্চিত। সকলেই জানিয়াছেন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, এই যুদ্ধ আমাদেরও স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। তাঁহারা এটাও জানেন স্বাধীনতার মূল্য রক্ত ছাড়া মিটানো যায় না। জওয়ানেরা যখন নিজেদের রক্ত ঢালিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তখন ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান তো সামান্য ব্যাপার—প্রতীকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মাত্র। চিন্তা অতএব দাতাদের লইয়া নয়, ইতিমধ্যে নানা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুলিলেও, গ্রহীতাদের লইয়াই ভাবনা। দাতাদের যেন বিমুখ না-করিতে হয় যেন—অপচয় না-হয়।

জাতীয় সংকটে বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রচার অভিযান

বোমবাই, ৮ ডিসেম্বর—'ইনডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাডভারটাইজারস' জাতির বর্তমান সংকটে প্রধানমন্ত্রী তথা ভারত সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সোসাইটির চেয়ারম্যান শ্রী এ এন হাকসার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, যে সব ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাঁদের সমিতিতে আছেন, তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষম বন্টন ব্যবস্থা এবং মূল্যমান স্থিতিশীল রেখে দেশের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সাহায্য করার সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

শ্রীহাকসার আরও জানান যে, জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে সর্বস্তরে সাধারণ মানুষের মধ্যে কর্তব্যবোধ সম্পর্কে চেতনা জাগাবার জন্য তাঁদের সমিতি দেশব্যাপী সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার অভিযান চালাবেন। তিনি এই ব্যাপারে সমস্ত উৎপাদক সংস্থার সহযোগিতা কামনা করেন

সংবিধান সংশোধন বিল আলোচনার জন্য রাজ্যসভায় গৃহীত

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—আজ রাজ্যসভায় ১৮১—২৪ ভোটে সংবিধান (২৫তম) সংশোধন বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সদস্যরা বিল নিয়ে আলোচনার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন শ্রীমহাবীর ত্যাগী, শ্রী বি চিনাই ও শ্রী সি ডি পাণ্ডে (এঁরা তিনজনেই আদি কংগ্রেস সদস্য) এবং শ্রী এম সি শীতলবাদ (মনোনীত)।

এর আগে বিলটি সিলেকট কমিটির কাছে পাঠাতে চেয়ে শ্রী এন আর মুনিস্বামীর আনা প্রস্তাবটি সভায় অগ্রাহ্য হয়। —ইউ এন আই

লণ্ডন-নিউইয়র্কে ভারতীয় বিমান চলাচল হ্রাস

বোমবাই, ৮ ডিসেম্বর—এয়ার ইনডিয়া পশ্চিমে তার বোয়িং ৭৪৭ বিমানের চলাচল অবিলম্বে হ্রাস করবে বলে ঘোষণা করেছে।

বর্তমানে পশ্চিমে চারটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান যায়। তিনটি যায় বোমবাই থেকে নিউ ইয়রকে এবং একটি যায় লনডনে।

আজকের ঘোষণায় বলা হয়েছে, চারটির স্থলে তিনটি বিমানই লনডন হয়ে নিউ ইয়রকে যাবে।

সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ার লাইনস ইরান এয়ার কুওয়েট এয়ারওয়েজ করপোরেশন ও মালয়েশিয়া সিংগাপুর এয়ারলাইনস ভারতে বিমান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। —পি টি আই

রাজধানী ✣ রাজনীতি / রণজিৎ রায়

আমেরিকা কি রাশিয়ার হুঁশিয়ারি লংঘন করবে

গত আট মাস ধরে প্রচণ্ড রাজনৈতিক চাপ ঠেকিয়ে রাখার পর অবশেষে শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের গণ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্য কোন দেশ অবিলম্বে ঐ সরকারকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক, জন্মের রজত জয়ন্তী বর্ষে পাকিস্তান যে আজ সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত তাতে আর সংশয়ের অবকাশ নেই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের কূট কৌশলে পাকিস্তান নামধেয় যে দৈত্যাকার বস্তুটির জন্ম; আমেরিকার রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক সাহায্যের কোলে বসে যার বৃদ্ধি, সেই ভৌগোলিক ও রাজনীতিক বস্তুটির পুরাণো পরিচয় এখন ইতিহাসের বিষয়।

বাংলাদেশ থেকে পাক সেনাদের পুরোপুরি হটিয়ে দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণে ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর আরো কিছুদিন সময় হয়ত লাগবে। কিন্তু সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক সত্তা বস্তুটিকে আর অস্বীকার করা চলবে না। বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কোন শক্তি বা শক্তি গোষ্ঠী যাতে এই প্রতিষ্ঠিত সত্তাকে বানচাল করে দিতে না পারে ভারত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তাছাড়া, সার্বভৌম স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়ের পর খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করবে।

পাকিস্তানের দুই অংশ চিরকাল এক দেশ হিসাবে থাকতে পারত না। দুই অংশের মধ্যে পার্থক্যগুলি যে একেবারে মৌলিক। পশ্চিম পাকিস্তানীরা নিজেদের পূর্ব পাকিস্তান রূপ উপনিবেশের নতুন প্রভু বলে মনে করে অবস্থা আরো খারাপ করে তুলেছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া এবং ওয়াশিংটনস্থিত তার মাস্টারমশাই শ্রীনিকসনের চালে এতটা ভুল না হলে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল তা সে ভাবে হয়ত হতনা। আওয়ামি লিগের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলে জেনারেল ইয়াহিয়া অন্তত আরো কয়েক বছরের জন্য পাকিস্তানের দুই অংশকে এক দেশ হিসাবে টিকিয়ে রাখতে পারতেন।

কিন্তু সুযোগ হাতে পেয়েও ইসলামাবাদের ক্ষমতা-লোভী জঙ্গীচক্র সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারল না। প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য যার অনেকদিন ধরেই লালা ঝরছে সেই ভুট্টোর কু পরামর্শে ভুলে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের একমাত্র খাঁটি নির্বাচনের ফল পায়ে মাড়িয়ে গেলেন: চরম ধূর্ততায় ২৫ মারচ থেকে বাঙালী নিধন ও বাঙালী জাতিকে মুছে দেওয়ার জন্য জল্লাদ বৃত্তি শুরু করে দিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি তার বোকামির মাত্রা আরো বাড়িয়ে তুলেছেন মাত্র। যুদ্ধের জবাবে যুদ্ধ করা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর সামনে দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সেই যুদ্ধেরই অঙ্গ।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রবল গণ বিক্ষোভের কাছে নতি স্বীকার করে ফিলড মারশাল আয়ুব খান বিদায় নেন। তার জায়গায় আসেন আর এক জঙ্গী শাসক—তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া। শুরুটা ইয়াহিয়া ভালোই করেছিলেন। গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: তিনি গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনই চান। অনেক টালবাহানার পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে বাঙালীদের ভোট দেবার ধরণে তিনি ঘাবড়ে গেলেন, নিজের সৈন্যদের লেলিয়ে দিলেন নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর। ইয়াহিয়া বোধহয় ভেবেছিলেন যে তিনি যখন সব ব্যাপারে ভুট্টো সাহেবের কথা মেনে চলেন তখন সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান তার পেছনে থাকবেই* সুতরাং তিনি অনায়াসেই "ভীতু" বাঙালীদের গুঁড়িয়ে দিতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সামনে পড়লেই বাঙালীরা আত্মসমর্পণ করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু কী ভুল হিসেবই না ইয়াহিয়া করেছিলেন!

গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানে নির্বাচনের পর থেকে ভারতের মনোভাবে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরও বাংলাদেশ স্বশাসিত পৃথক ইউনিট হয়ে দাঁড়ালে ভারতের উপর তার ফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে নয়াদিল্লি সুনিশ্চিত হতে পারছিলনা। ২৫ মারচের পরও ঐ সংশয় বজায় ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করার পর থেকে অবস্থা পালটে গেল। বাংলাদেশের মানুষের—বিশেষ করে তরুণদের তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে পাকিস্তানের দুই অংশের এক দেশ হিসাবে থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ক্রমশই বেশি করে জড়িয়ে পড়তে লাগল। ভারত সরকারের এক মুখপাত্রের ভাষায়ঃ "আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে।"

জেনারেল ইয়াহিয়া যাতে যুক্তির পথ ধরেন এবং শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামি লিগের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসেন—তার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কূটনীতিকরা গত চার মাস ধরে বিশ্বের নানা দেশের কাছে বহুবার আবেদন করছেন। চারটি দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ব্রিটেনের উপরেই এ ব্যাপারে ভারত বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।

আমেরিকার আচরণ বরাবরই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্রে বরাবর তেল মাখিয়ে আসছে। কূটনীতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকাই পাকিস্তানের বড়দার ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকার নির্দেশেই বেলজিয়াম এবং ইতালি পাক-ভারত যুদ্ধের উপর ভারত-বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেছিল। আমেরিকার হাবভাবে মনে হচ্ছে যে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হুমকি দিতে চায়। প্রভূত ক্ষমতাশালী আমেরিকার নৌবহরের অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ মালাক্কা প্রণালী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিমানগুলি একখানা মারকিন বাণিজ্য জাহাজে গোলা ছুড়েছে বলে অভিযোগ করে ওয়াশিংটন থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রিটেন অবশ্য আমেরিকার মত প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করেনি। সবচেয়ে অদ্ভুত হল চীনের আচরণ। পাক-ভারত যুদ্ধ এড়ানো যাবে না এটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরেই হয়ত নয়াদিল্লি পিকিং-এর সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে পড়লে এই অঞ্চলে ভারতই অপ্রতিহত শক্তি হয়ে দাঁড়াবে—এ ধারণাও হয়ত ঠিক। কিন্তু এর দ্বারা ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের যুদ্ধের মহানতাকে অস্বীকার করে চলে না। বাংলাদেশের ব্যাপারে পিকিং সরাসরি পাক জঙ্গী চক্রের পক্ষ নিয়েছে। অথচ এই পিকিং-ই দাবি করে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 'উৎকট সমাজতান্ত্রিক স্বাদেশিকতাবাদী' হয়ে পড়ার পর ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গণ সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব চীনকেই তুলে নিতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এশিয়ায় আমেরিকার ভূমিকা বরাবরই একই চেহারা নিচ্ছে। ঐ দেশ সব সময়ই তলিয়ে যাওয়া পক্ষকেই সমর্থন করে। আমেরিকা এশিয়ার নানা দেশে স্বৈর শাসক কিংবা হবু স্বৈরতন্ত্রী [illegible] মাথায় বসিয়ে ক্রীড়নক সরকার গড়ার চেষ্টা করেছে, ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমেরিকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তীব্র ঘৃণা কুড়াতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের ব্যাপারে তার পুরাণো ইতিহাসকেই পুনরাবৃত্ত করছে। কিন্তু পিকিং ভারতকে নাস্তানাবুদ করার জনাই আমেরিকার পথ ধরেছে। ভারত সরকার অবশ্য এখনো আশা করেন যে ইসলামাবাদকে কূটনীতিক সমর্থন এবং অস্ত্রাদি দেবার ব্যাপারে পিকিং আর বেশি দূর এগুবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র বৃহৎ শক্তি যে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বতন্ত্র দলের মত উগ্র মারকিন-পন্থী দলও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশংসা করছে। গত ২৫ মারচের পর থেকে এই উপমহাদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি-মৈত্রী চুক্তিটিই ভারতের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর কূটনীতিক সাফল্যের চিহ্ন বহন করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের আধুনিক অস্ত্র তৈরির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সব শিল্প গড়ে তুলতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিয়েছে সে গুলির গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের প্রচুর পরিমাণ সমর সম্ভার দিয়েছে। আমাদের জওয়ানরা সেগুলির সদ্ব্যবহারই করছেন।

গত কয়েক মাস ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে যে কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছে তার কথা ভারত সরকার প্রকাশ্যেই স্বীকার করে থাকেন। নিরাপত্তা পরিষদে সেই পাকিস্তানের সমর্থকদের কোণ ঠাসা করে ফেলতে সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র দেশ যে বরাবর প্রকাশ্যে বলে আসছে যে বাংলাদেশের সমস্যার নিরসনের একমাত্র উপায় রাজনীতিক সমাধান সন্ধান।

তিন দিন আগে মসকো যে বিবৃতি দিয়েছে তার গভীর তাৎপর্য কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। কোন দেশের নাম করা হয়নি বটে; কিন্তু ঐ বিবৃতিতে ভারত উপমহাদেশে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মসকো বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে আমেরিকা এবং চীনই তার লক্ষ্য। মসকো আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেঃ এই উপমহাদেশে কী ঘটছে বা না ঘটছে তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মারকিন সপ্তম নৌ বহর ভারত মহাসাগরের দিকে আসছে এ সংবাদ সত্য হলেও নয়াদিল্লি আশা করছে যে ওয়াশিংটন মসকোর হুঁশিয়ারিতে নিশ্চয়ই কান দেবে এবং [illegible] বঙ্গোপসাগর কিংবা অন্যত্র ভারতীয় নৌ বাহিনীর কাজে বাধা দেবে না। কারণ, সোভিয়েত হুঁশিয়ারির একটাই অর্থ হতে পারেঃ তা হল বিশ্ব যুদ্ধ।

ওরা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে রয়েছে

চীনের বিরুদ্ধে তাসের অভিযোগ

মসকো, ৮ ডিসেম্বর—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে রাশিয়ার মনোভাবের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং এমন কি বাংলাদেশের প্রাথমিক মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নটিও অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। চীনের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ এনেছে রুশ সংবাদ সরবরাহ সংস্থা তাস।

গতকাল একটি বিবৃতিতে তাস বলেছে, ওই ব্যাপারে চীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করে চলেছে।

এর আগে ভারত উপমহাদেশের সংকট সম্পর্কে তাস যে বিবৃতি দিয়েছিল, সে সম্পর্কে চীনের বক্তব্যকে গতকালের বিবৃতিতে তাস প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে।

তাস বলেছে, ভারত উপমহাদেশের ঘটনাবলীর ব্যাপারে রাশিয়ার সুস্পষ্ট নীতিকে মাওবাদী নেতারা বিকৃত করে দেখাবার চেষ্টা করছে।

তাস আবার জানিয়েছে, রাশিয়া এই রক্তপাতের অবসান চায়। এবং বাংলাদেশের জনগণের আইনগত অধিকার ও স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে একটি রাজনৈতিক সমাধানও তার কাম্য।

তাস আরও বলেছে: পিকিং নিজেদের স্বার্থেই পাক কর্তৃপক্ষ যে গণ উৎপীড়ন এবং সন্ত্রাস চালিয়েছে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

খুবই আশ্চর্যের যে এক কোটি শরণার্থী যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে এসেছে তাদের পক্ষে চীনা প্রচারযন্ত্র একটি কথাও বলেনি।

বলা হয়েছে যে, এই সংকটে চীনা মনোভাব দেখে বোঝা যায় যে, পিকিং সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামে যোগ দিতে চায় না। এবং স্পষ্টতই বিরোধীদের সঙ্গেই তার বেশি দহরম মহরম।

তাস পিকিংয়ের পিপলস ডেইলির একটি প্রবন্ধ নিউ চায়না নিউজ এজেনসির একটি বিবৃতি এবং লনডনের সানডে টাইমসে প্রকাশিত চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাইয়ের একটি সাক্ষাৎকার বিবরণীকে রুশ বিরোধী আখ্যা দিয়ে বলেছেন, আসল তথ্য ও যুক্তিক বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চীনা প্রচারযন্ত্র ও চীনা নেতারা সত্যকে বিকৃত করছেন, চীনা জনসাধারণকে মিথ্যা খবর দিচ্ছেন এবং রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের মধ্যে মতবিরোধের বীজ বুনতে চাইছেন।

—রয়টার ও ইউ এন আই

চীনের আন্তরিকতা নেই, মসকো রেডিওতে অভিযোগ

হংকং, ৮ ডিসেম্বর—পাক-ভারত সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান লাভের জন্য বর্তমানে রাষ্ট্রপুঞ্জে যে চেষ্টা চলছে, তাতে চীনের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে বলে মসকো রেডিও থেকে অভিযোগ করা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে চীনকে আক্রমণ করে বলা হয়েছে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং 'এবং তাঁর সাঙাৎরা' জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ব্যাপারে 'সাম্রাজ্যবাদীদের' সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

পিকিং-এর খবরাখবর এবং নিরাপত্তা পরিষদে চীনা নেতাদের বক্তৃতা থেকে এটাই বোঝা যায়, বিরোধে যা ঘটেছে তা নিয়ে নেতৃত্ব মাথা ঘামাচ্ছেন না। এমন কি, এই রক্তপাত বন্ধের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের কাজে শুভেচ্ছা জানাতেও সে কুণ্ঠিত।

চীনা প্রতিনিধিদল সোভিয়েট এবং ভারত সরকারের শান্তিকামী নীতির প্রতি উপহাস করেছে এবং বাংলাদেশ মুক্তি-আন্দোলনকেও আক্রমণ করেছে।

চীন এবং মারকিন প্রতিনিধিদের একচোখো মনোভাবের দরুন এই বিরোধের অবসানে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পরিষদ ব্যর্থ হয়েছেন। —রয়টার

উত্তর সীমান্তে সৈন্য চলাচলের সংবাদ নেই

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—পিকিং-এর 'পিপ্‌লস ডেইলির' মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকেরসূত্রে আজ বলা হয় যে, চীনের সঙ্গে ভারতের উত্তর সীমান্তে কোন সৈন্য চলাচলের সংবাদ তাঁরা পাননি। —পি টি আই

মায়ের মেয়েরা

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১১৯তম জন্মতিথি উপলক্ষে এই বিশেষ প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হল।

'মা ঠাকরুন কী বস্তু বুঝতে পারনি, কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তি-হীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কী ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কী ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা ইউরোপে কী দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা এই কথা বুঝতে পারো কি?'—১৮৯৪-এ আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে একথা লিখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। (বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫)

মন্ত্রের মতো ভাষায় আরও বলেছিলেন স্বামীজী, "জগতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।......সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে 'স্ত্রী-গুরু'-গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাবসাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার।... সেই জন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ।" (তদেব ৭ম, পৃঃ ১৯৮—১৯৯) স্বামীজী চেয়েছিলেন যে, ওই মঠের প্রধান কেন্দ্র হবে কলকাতার কাছে, গঙ্গার পূর্ব কূলে। আরও চেয়েছিলেন তিনি যে, মাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ওই মঠ হবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান। সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীরাই সেটি চালাবেন—মাকে মাথায় রেখে।

স্বামীজী তাঁর কালের অনেক আগে জন্মেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর স্বপ্নগুলি সত্য হতে সময় লাগবে, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় কোন্ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন উত্তরকালের কাছে তা সুস্পষ্ট।

॥ ২ ॥

মায়ের মেয়েদের মঠ সম্পর্কে স্বামীজীর এই স্বপ্ন এখন বাস্তব রূপ নিয়েছে 'শ্রীসারদা মঠ' নামে। এই মঠের ঠিকানা—শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৫৭, পশ্চিমবঙ্গ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের এই ক্রান্তিকারী সংবাদটি এখনও অনেকেরই অজানা। কিন্তু সকলের বিশেষ করে মায়েদের ও মেয়েদের—আরও বিশেষ করে আদর্শবাদী, শিক্ষিতা মেয়েদের এটি জানা দরকার।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ ২৯ — ১৯৫২ এই দূরপ্রসারী তাৎপর্য সিদ্ধান্ত নেন যে, ১৯৫৪-তে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মশতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে মায়ের মেয়েদের মঠ স্থাপিত হবে। ত্যাগী নারীরাই সেটি চালাবেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রধানত নারী-কল্যাণের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি চালাচ্ছেন, সেগুলি ধীরে ধীরে মেয়েদের মঠ-মিশনের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং পরে তাঁরা নিজেরা আরও কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন যে আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন সেই একই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হবে। দুই মঠ-মিশনের প্রতীকও হবে অভিন্ন। যত দ্রুত সম্ভব একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শ্রীসারদা মঠ একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তাই হয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, শ্রীশ্রীমায়ের শততম জন্মতিথিতে কয়েকজন ত্যাগী নারী বেলুড়মঠের পুরনো ঠাকুরঘরে এক অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী শংকরানন্দের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলেন। (দ্রঃ 'হিস্ট্রি অফ রামকৃষ্ণ মঠ অ্যানড মিশন' —স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ৪০৭-৪০৯)। ২ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ স্বামী শংকরানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীসারদা মঠ উদ্বোধন করলেন। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের কিছু উত্তরে, গঙ্গার পূর্বকূলে, ছয় একর জমির উপর এই মঠ প্রতিষ্ঠিত। ১ জানুয়ারি, ১৯৫৯ শ্রীসারদা মঠের আটজন প্রবীণ ব্রহ্মচারিণী স্বামী শংকরানন্দের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। আগসট ১৯৫৯, শ্রীসারদা মঠ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করল। কয়েকজন সন্ন্যাসিনী হলেন তার ট্রাস্টি বা অছি। মে ১৯৬০, গঠিত হল রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন অ্যাসোসিয়েশন। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন জুড়ি প্রতিষ্ঠান, একই পরিচালিকামণ্ডলীর দ্বারা চালিত। এই মঠ-মিশনের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। শ্রীসারদা মঠ যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান একথা বার বার বলবার কারণ, জনসাধারণের জানা উচিত যে, এটি রামকৃষ্ণ মিশনের অধীন নয় বা শাখা নয়। আর পৃথিবীর ইতিহাসে নারীদের একটি স্বাধীন আধ্যাত্মিক সংগঠন বাস্তবিকপক্ষে একটি মহান তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, শ্রীসারদা মঠ একই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী নারী-জাগরণের একটি দিকচিহ্ন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী-স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আধ্যাত্মিক বন্যার একটি অত্যুচ্চ তরঙ্গশীর্ষ।

এই মঠ-মিশন ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় রূপ পেয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের (যথা দক্ষিণ ভারত, পানজাব, গুজরাট ও বাংলা) থেকে উচ্চ-শিক্ষিতা মেয়েরা এসে এতে যোগ দিচ্ছেন। সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের মোট সংখ্যা এখন (১৯৭১) প্রায় একশ। লৌকিকবিদ্যায় যে এঁরা অনেকেই কৃতী তার প্রমাণ, এঁদের মধ্যে আছেন একাধিক ডকটরেট এবং চারজন এম-বি-বি-এস ডাক্তার। এম-এ আছেন অনেকেই। স্নাতকের তো কথাই নেই। বলা দরকার, এই তথ্যগুলির উপর তাঁরা নিজেরা বা মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব দেন না, কারণ আধ্যাত্মিক সংগঠনের সদস্যারা যা বড় বলে মনে করেন তা'হল আধ্যাত্মিক অভীপ্সা, সাধননিষ্ঠা এবং সংঘের প্রতি আনুগত্য।

॥ ৩ ॥

শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের মোট কেন্দ্র সংখ্যা এখন দশ। এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেওয়া হল।

(এক) শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর। মঠের এটিই মূল কেন্দ্র। এখানে ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীরা আধ্যাত্মিক শিক্ষণ লাভ করেন এবং সাধনা করেন। মঠে একটি ঠাকুরঘর আছে। সেখানে নিত্যপূজো, আরতি ও ভজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি পালিত হয়। নারীদের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মীয় ক্লাস হয়। একটি লাইব্রেরি আছে।

(দুই) রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন। পূর্বোক্ত শ্রীসারদা মঠ প্রাঙ্গণেই মিশনের সদর দফতর অবস্থিত। এছাড়া এখান থেকে পরিচালিত হয়—(১) একটি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি। (২) প্রাপ্তবয়স্কাদের জন্য একটি স্কুল। (৩) একটি পাঠাগার ও পাঠকক্ষ। (৪) শিশুদের ধর্ম-শিক্ষাদানের জন্য একটি রবিবারীয় বিদ্যালয়। (৫) দরিদ্র নারী ও ছাত্রীদের অর্থ ও বস্ত্র দিয়ে যথাসাধ্য সেবা।

(তিন) শ্রীসারদা মঠ, মাদরাজ। ২।১১ রাঘবিয়া রোড, মাদরাজ—১৭। স্থাপনা ১৯৬৫। এখানকার কার্যক্রমের মধ্যে আছে—নিত্যপূজা ও আরতি। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের জন্মতিথি পালন। পাঠচক্র, প্রবচন, প্রচার ইত্যাদি।

(চার) শ্রীসারদা মন্দির, ত্রিচুর। পোঃ পুরানাট্টুকারা, ত্রিচুর, কেরল। স্থাপনা ১৯২৭। আগে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এখানে আছে—(১) একটি বালিকা গুরুকুলম্। (২) শ্রীসারদা হসটেল—কলেজ ছাত্রীদের জন্য। (৩) একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। (৪) একটি নারসারি স্কুল। (৫) ধর্মীয় ক্লাস ও প্রবচন।

(পাঁচ) রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন মাতৃভবন। ৭এ শ্রীমোহন লেন, কলকাতা-২৬। আগে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রসূতি-সদন। শয্যাসংখ্যা ৫০, তার মধ্যে ২৪টি ফ্রি। আউটডোর-এ সকলেই বিনাব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করেন। দুধ বিতরণের জন্য একটি রেডক্রশ ক্যানটিন এবং বস্তিবাসী শিশুদের জন্য একটি কল্যাণ প্রকল্প আছে।

(ছয়) রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিসটার নিবেদিতা গারলস স্কুল। ৫ নিবেদিতা লেন, কলকাতা-৩। ১৯০২-এ ভগিনী নিবেদিতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আগসট ১৯৬৩-র আগে রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত হত। একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন বিদ্যালয় হিসাবে সুপরিচিত। এখানে আছে—(১) একটি উচ্চ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়। (২) একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। (৩) একটি শিল্প-বিভাগ। এই বিভাগটি 'পুরস্ত্রী বিভাগ' হিসাবে নিবেদিতাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'কটেজ ইনডাসট্রি' শব্দটিই নিবেদিতার সৃষ্টি। (৪) সারদা মন্দির—ছাত্রী-নিবাস। (৫) একটি প্রকাশনা বিভাগ। (৬) একটি লাইব্রেরি।

(সাত) রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম। পি-১২ সি আই টি রোড, এনটালি, কলকাতা-১৪। স্থাপনা ১৯৫৬, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা ছিল। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য নারীদের মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বার্তা প্রচার। প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং কলেজ ছাত্রীদের নানাভাবে সাহায্য করা। এখানে আছে—একটি প্রার্থনা কক্ষ, একটি প্রেক্ষাগার, একটি সাধারণ লাইব্রেরি, একটি পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরি, একটি শিশুদের লাইব্রেরি, একটি রবিবারীয় স্কুল ও বিদ্যামন্দির (কলেজ ছাত্রী নিবাস)। নিয়মিত বক্তৃতা, আলোচনা-চক্র, সংগীতানুষ্ঠান, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

(আট) বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন। ৩৩ নয়াপাট্টি রোড, কলকাতা-৫৫। স্থাপনা ১৯৬১। মেয়েদের ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রি কলেজ, অংশত আবাসিক। পরে পূর্ণ আবাসিক করবার পরিকল্পনা আছে। কলেজ একটি লাইব্রেরি আছে। আবাসিক ছাত্রীদের জন্য গীতা ও উপনিষদের ক্লাস হয়।

(নয়) রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন শিক্ষা মন্দির। ১৩৪ বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৩৫। স্থাপনা ১৯৬২। এখানে আছে—(১) প্রাপ্তবয়স্কা দরিদ্র নারীদের জন্য একটি শিক্ষণ কেন্দ্র। এঁরা এই শিক্ষণ পেয়ে নারসারি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের দেখাশোনার কাজ করতে পারেন। (২) একটি প্রি-বেসিক স্কুল। (৩) একটি জুনিয়ার বেসিক স্কুল।

(দশ) রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন, নয়াদিল্লি। নিবেদিতা বিদ্যামন্দির, হাউজ-খাস, নয়াদিল্লি-১৬। দুই একর জমির উপর স্থাপিত এই কেন্দ্রটি ১৯৭০-এ উদ্বোধন করা হয়। এখান থেকে নারী ও শিশুদের মধ্যে শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কাজ করা হয়।

॥ ৪ ॥

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যেই অনেক কাজ করেছেন। সারা ভারত থেকে তাঁদের কাছে আরও কাজের ডাক আসছে, কিন্তু সম্প্রসারণের আগে তাঁরা সংহতি রক্ষা করে সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে চান বলে মনে হয়। বড় বড় কেন্দ্র না করে ছোট ছোট কেন্দ্রের মাধ্যমে বেশি সংখ্যক নারী ও শিশুর কাছে তাঁদের সেবা, বেদান্তের বার্তা এবং শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পৌঁছে দিতে চান। এই কাজে সর্বসাধারণের কাছ আরও বেশি সমর্থন, সাহায্য, সহযোগিতা এবং আন্তরিক আগ্রহ তাঁরা নিশ্চয়ই আশা ও দাবি করতে পারেন। আর যাঁরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে মা বলে ডাকেন, ভাবেন, জানেন—মায়ের প্রতি এবং মায়ের মেয়েদের প্রতি কর্তব্য পালনে তাঁরা কি হৃদয়ের গভীরে পবিত্রতম অঙ্গীকারে আবদ্ধ নন? সেই অঙ্গীকারের প্রমাণ কি তাঁদের দিতে হবে না? কাজ দিয়ে? জীবন দিয়ে?

—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পাক গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার গ্রেফতার

জয়পুর, ৮ ডিসেম্বর—পাকিস্তান গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেনট আটা খান গতকাল গাদরা শহরে যখন নিজের কাজে ব্যস্ত, সেই সময় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করেন।

সিন্ধুতে প্রথম আক্রমণ চালিয়েই ভারতীয় বাহিনী গাদরা শহর দখল করেন। গাদরা শহর গাদরা রোডের ঠিক উলটো দিকে।

আটা খান নাকি গত ২০ বছর ধরে গাদরা শহরে পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করছেন।

পাকিস্তানীর কারাদণ্ড

আমবালার খবর: ক্যানটনমেনট ম্যাজিসট্রেট শ্রী বি আর ভোরা আজ পাকিস্তানী নাগরিক মহম্মদ গাফরকে (৪৭) বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। গোয়েন্দা সন্দেহে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছে ভিসা ছিল না। —ইউ এন আই ও পি টি আই

প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছাম্বে নতুন অবস্থান আমরা রক্ষা করছি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—ছাম্বে রণকৌশলগত কারণে আমাদের বাহিনী কিছুটা পিছিয়ে একটি সেতু পার হয়ে একটি ছোট নদীর পূর্ব তীরে অবস্থান নিয়েছিল। সেই অবস্থান থেকে তাদের হটানোর জন্য শত্রু আজ সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা আমদানি করে নতুন একটি ব্রিগেড, আরও সাঁজোয়া গাড়ি এবং আরও বিমান। সব মিলিয়ে পাকিস্তান এখানে চল্লিশ হাজার সেনা, দু'শ'-র বেশি সাঁজোয়া গাড়ি ও ট্যাংক এবং সেই অনুপাতে বিমান নিয়োগ করেছে। বেলা ২-৪০ থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমুল লড়াই হয়। শত্রু অনেক চেষ্টা করেও এই অবস্থান থেকে আমাদের হটাতে পারেনি। আশংকা, রাত্রে তারা আরও একবার আক্রমণ করবে।

ওখানে যে নদীটি আছে সেটির নাম মুনোওয়ার তাউই। জল তার একহাঁটু। শত্রুরা অনেক ঘুরে আমাদের অবস্থানে অনুপ্রবেশের জন্যও চেষ্টা করে। আমাদের জওয়ানরা প্রায় সর্বত্র তাদের সেই অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেন। এক জায়গায় তারা আমাদের চোখকে ফাঁকি দেয় এবং একটি ঘাটি দখল করে নেয়।

ছাম্বের যুদ্ধে শত্রুর প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আমাদের ক্ষতি মাঝারি ধরনের।

কীলার ভালো আছেন। পি টি আই জানাচ্ছেন: ১৯৬৫-র যুদ্ধের বীর বৈমানিক স্কোয়াড্রন লীডার ডি কীলার ছাম্বে যুদ্ধ করছেন। তাঁর বিমানে আজ শত্রুর গুলি লাগে, তিনি প্যারাচুটে করে লাফিয়ে পড়েন এবং বেঁচে যান। এখন তিনি ভালো আছেন।

দু হাজার বর্গমাইল অধিকার। পি টি আই ও ইউ এন আই আরও জানাচ্ছেন—শারমার খণ্ডে আমাদের বাহিনী দু হাজার বর্গমাইল এলাকা অধিকার করেছে। ডেরা বাবা নানক ছাড়িয়ে তখৎপুর এখন তাদের হাতে। কারগিলে বেশ কয়েকটি ঘাটি আমাদের হাতে এসেছে। সিন্ধুর ষাট কিলোমিটার ভিতরে নয়াছোড় বিমানকেন্দ্রটি দখল করা হয়েছে। ছোড় দুর্গ দখলের লড়াই চলেছে। দখল করা হয়েছে পাসরুর-শিয়ালকোট রেলপথের আমরোচক রেল স্টেশন। আটকে তৈল শোধনাগারের উপর বোমা ফেলা হয়েছে। মারি, চাকলালা, চমবেল ও ওয়ালটন (লাহোর)-এও বোমা ফেলা হয়েছে।

পাকিস্তানী বন্দীদের মধ্যে আছেন—ফ্লাঃ লেঃ ওয়াজির আলি খান ও লেঃ গোলাম মহম্মদ। এক জায়গায় পুরো এক ব্যাটালিয়ান শত্রুসৈন্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

ক্ষতির খতিয়ান

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের শুরু থেকে এযাবৎ উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল:—

	পাকিস্তান	ভারত
ট্যাঙ্ক	১৫৫	১৭
বিমান	৭২	২৫
জলযান	১১	—
সাবমেরিন	১	—

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পশ্চিম-পাকিস্তানে ১৩০টি ও বাংলাদেশে ২২টি ট্যাংক ঘায়েল করে। বিমানগুলির মধ্যে বেশীরভাগ ঘায়েল হয় পশ্চিম রণাংগনে।

পূর্ব রণাংগনে পাক বিমান বহরের ১৯টি বিমান ছিল বলে মনে হয়। এর মধ্যে ১টি ছাড়া সবই বিধ্বস্ত হয়েছে। আজ ধ্বংস করা হয়েছে ২টি পাক বিমান। দুই রণাংগনে আজ খতম হয়েছে মোট ১২টি পাক বিমান। জলযানগুলির মধ্যে ছিল গানবোট, সেগুলি সবই বাংলাদেশে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লাহোর থেকে দেড়শো বাঙ্গালী সৈন্য অস্ত্র সহ চলে এসেছেন

স্টাফ রিপোরটার

মুজিবনগর, ৮ ডিসেম্বর—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৫০ জন বাঙ্গালী সৈন্য বুধবার মুজিবনগরে এসেছেন। এরা সকলেই এইদিন মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। মুক্তিবাহিনীর প্রধান করনেল অসমানী এদের স্বাগত জানিয়েছেন।

মুক্তিবাহিনীর দফতর থেকে জানা যায় ৫ নমবর বেঙ্গল রেজিমেণ্টের এই সৈনিকরা লাহোরে নিযুক্ত ছিলেন। ওই সেকটরে ইয়াহিয়া যুদ্ধ শুরু করার পর ৪ জন অফিসার সহ ওই ১৫০জন তিন ইনচি মরটার, এল-এম, জি, স্টেনগ্যান ও প্রচুর গোলা বারুদ নিয়ে হোসেনওয়ালা সীমান্ত হয়ে ভারতে আসেন। সেখান থেকে মুজিবনগরে।

নিউইয়রকের পথে ভুট্টোর কাবুল যাত্রা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—জুলফিকার আলি ভুট্টো রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করার জন্য নিউ ইয়রকের পথে আজ পেশোয়ার থেকে কাবুল রওনা হয়েছেন। পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে শ্রী ভুট্টোর নাম করা হয়েছে।

আজ দিল্লিতে বাংলাদেশ কূটনীতিক মিশনের উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—বাংলাদেশ সরকার আগামীকাল দিল্লিতে তাঁদের কূটনীতিক মিশনের উদ্বোধন করবেন।

কাল বেলা ১০-৩০ মিঃ-এ পতাকা উত্তোলন উৎসবের অনুষ্ঠান হবে।

—পি টি আই

"মাঝপথে থামিয়ে না দিলে পাকিস্তানের সমরযন্ত্র গুঁড়িয়ে দেব"

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—স্থল-বাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আজ এখানে মন্তব্য করেন: মাঝপথে থামিয়ে না দিলে পাকিস্তানের সমর-যন্ত্র গুঁড়িয়ে দেব। ১৯৬৫ সালে তা-ই করতাম। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতি হয়ে গেল।

কাশ্মীরের ছাম্ব সীমান্ত থেকে ৮ কিঃ মিঃ ভিতরে সাংবাদিকদের কাছে ওই অফিসারটি তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন। ছাম্ব-এর এই খণ্ডে প্রচণ্ড ট্যাংকযুদ্ধ এবং গোলাগুলির লড়াই চলছে।

তবে তাঁর কথা থেকেই এই খণ্ডে যুদ্ধরত সৈনিকদের অনমনীয় মনোবল প্রকাশ পায় বলে ইউ এন আই-এর বিশেষ সংবাদদাতা এই অঞ্চল ঘুরে এসে জানান। অথচ এখানকার সৈন্যরাই পাকিস্তানের অজস্র সৈন্য, ট্যাংক, গোলাবারুদ এবং বিমানে বোমাবর্ষণের মোকাবিলা করে চলেছেন। অবশ্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর লোকেরাও চব্বিশ ঘণ্টাই কড়া নজর রাখছেন পাকিস্তানী বিমান যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে।

পাকিস্তানীরা বোমাগুলো ক্ষেতে এবং গ্রামের ওপর ফেলে নষ্ট করেছে। ১৯৬৫-তেও আমাদের বিমানই আকাশে প্রাধান্য লাভ করেছিল।

—ইউ এন আই

গত রবিবার পশ্চিম রণাংগনে ডোগরা রেজিমেনটের জওয়ানরা ডেরা বাবা নানক সেতু দখল করেন। সেতুতে ওড়াবার জন্য একদল জওয়ান ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা নিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করনেল এম এ জি ওসমানি বাংলাদেশে ইসটবেংগল রেজিমেনটের সৈন্যদের সংগে করমর্দন করছেন। সম্প্রতি তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে আসেন। এখন বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন।

ডেরাবাবা-নানকে ভারতের জাতীয় পতাকা

ডেরাবাবা নানক, ৮ ডিসেম্বর—পি টি আই-এর সামরিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রাবির উপর ডেরাবাবা নানক সেতুর পশ্চিম খণ্ডে যেখানে এই সেদিনও পাকিস্তানের পর্যবেক্ষণ স্তম্ভটি সদম্ভে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে আজ ভারতের জাতীয় পতাকা উড়ছে। শিয়ালকোটে যেতে রাস্তাটি আজ খোলা।

গত ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে শিয়ালকোটের পথে যেতে ভারতীয় সৈন্য এইখানেই থেমে গিয়েছিল। কারণ, পাকিস্তানী সৈন্যরা নদী পেরিয়ে অপসরণের সময় সেতুটি ধ্বংস করে দিয়েছিল।

এবারকার যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যরা মৃত ব্যক্তিদের ফেলে রেখে গিয়েছে। চার ঘণ্টার আচমকা আঘাতে আমাদের জওয়ানরা মঙ্গলবার সকালে শত্রুশক্তিকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেয়। জওয়ানরা এখানে ৬০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা দখল করে নিয়েছে। ধৃত পাক সৈন্যের সংখ্যা ৩২। মৃতদের কবর দেওয়া হচ্ছে বলে ইউ এন আই-এর সংবাদদাতা নিজেই দেখেন।

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—ভারত সরকার আজ রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকজনদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বিমান স্বচ্ছন্দে কলকাতা বিমান বন্দর ব্যবহার করতে পারে।

কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাতক্ষীরা মাগুরা মুক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

আর একটি দল সাতক্ষীরা ও কলারোয়া দখল করেছেন। যশোর-কালিগঞ্জ খণ্ডে খুলনার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল লেবুতলা এখন ভারতীয় বাহিনীর অধিকারে।

কুষ্ঠিয়া শহর এখন অবরুদ্ধ। পদ্মার উত্তর তীরে রাজশাহী ও পাবনার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন ভারতীয় বাহিনী। রাজশাহী ও পাবনার সঙ্গে গোয়ালন্দ ঘাটে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন।

চুয়াডাঙ্গা এখন অবরুদ্ধ। মেহেরপুর মুক্ত করে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী চুয়াডাঙ্গার ওপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করে চলেছে। খুলনা শহরের ওপরেও গোলাবর্ষণ অব্যাহত।

ঝিনাইদহের কাছে পশ্চাদপসরণের সময় পাকবাহিনী একটি সেতু উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। ফলে ভারতীয়বাহিনীর অগ্রগতি ওখানে একটু ব্যাহত হয়।

উত্তর-পশ্চিম রণাংগন

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে হিলিতে এখন লড়াই চলছে তীব্রগতিতে। রংপুরের ৪৪·৮ কিলোমিটার দক্ষিণে ভারতীয়বাহিনী মুক্ত করেছে পীরগ্রাম। রংপুর শহরের পতন আসন্ন। সৈদপুরের ওপর ভারতীয় বাহিনী এখন তীব্র আঘাত হানছে। সৈদপুরের উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি এখন ভারতীয় সেনাদের অধিকারে। দিনাজপুর শহরটির ওপরেও তীব্র আঘাত হানছেন আমাদের বাহিনী। সংগে যোগ দিয়েছেন মুক্তিবাহিনী। শহরটির ওপরে চালানো হয়েছে এক ত্রিমুখী অভিযান।

পীরগঞ্জের কাছে পাকিস্তানের ষোড়শ পদাতিক ডিভিশনের সৈন্যাধ্যক্ষের জীপটি ভারতীয় বাহিনী দখল করে নিয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় বাহিনীর দখলে এসেছে দুটি জীপ অনেক অস্ত্রশস্ত্র। দুর্গাপুর গ্রামটি এখন আমাদের অধিকারে।

পূর্বরণাংগন

পূর্বরণাঙ্গনে ভারতীয় শহর ত্রিপুরার সোনামুড়ার ওপর পাকিস্তানী সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করে চলেছে। আমাদের আগরতলা অফিস জানাচ্ছেন, ভারতীয় বাহিনী পূর্বখণ্ডে বৈদ্যকুট, চাওরা ও টেমপল হিল শহর দখল করেছে। চট্টগ্রামে ককসবাজার ও খুলনার চালনা ও মংগলা বন্দরের ওপর ভারতীয় নৌবহর দুর্জয় ঘাটি গেড়ে বসে আছে।

১৮৫৩ জন পাক সেনা ধৃত

মঙ্গলবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর জনৈক মুখপাত্র জানান, নিয়মিত সেনাবাহিনী ও অনিয়মিত সেনা মিলিয়ে ৪ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ১৮৫৩ জন পাক সেনা গ্রেফতার হয়েছে। এই ক'দিনের যুদ্ধে অন্তত ৩৫১ জন পাক জওয়ান ও ১ জন মেজর নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন নিয়মিত সৈন্যদের মধ্যে ১৮১ জন। অনিয়মিতদের মধ্যে নিহত ৪১ জন, ৫৫ জন আহত।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে ২১টি পাক ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া বয়রাতে ৩টি শাফি ও বয়রাতে ২টি পি টি ৭৬ ট্যাঙ্ক ভারতীয়-বাহিনী অক্ষত অবস্থায় দখল করেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাব ভারত মানবে না

প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের পর

মহাদেশের ৩টি এবং আফরিকা মহাদেশের ৩টি দেশ। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে এইসব দেশের অধিকাংশেরই খুব একটা গুরুত্ব নেই।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এই ঘটনার পর ভারতকে নতুন করে অনেক কিছু ভাবতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে নীতির পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেনি।

মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সরকারকে একটি বৈধ সরকার বলে আমরা স্বীকার করি। অন্যরা কেউ স্বীকার করুন বা না করুন--তাতে কিছু এসে যায় না। আসলে এই হল বাস্তব সত্য।

রাষ্ট্রপুঞ্জে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি এমন তড়িঘড়ি করে আনা হয়েছে এবং পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, অনেক রাষ্ট্র প্রতিনিধিই ব্যাপারটি তলিয়ে দেখার অবকাশ পাননি। এরজন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ডাঃ আদম মালিক নিশ্চয়ই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন। ভারতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। যথাসময়ে ভারত তার জবাব রাষ্ট্রপুঞ্জে পাঠিয়ে দেবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রস্তাব মানা বাধ্যতামূলক নয়। প্রস্তাবটি যাতে কার্যকর হয় সে বিষয়ে দেখাশোনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কাজেই বিষয়টি আবার নিরাপত্তা পরিষদে উঠতে পারে। কিন্তু খুব একটা ফল হবে না। সেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? উপ-মহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি এড়িয়ে গিয়ে যারা ইয়াহিয়া খাঁ-র মুখরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, অতঃপর তাঁরা কী করবেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সরকারী মহলে আলোচনা

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটির আজকের বৈঠকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর সর্বশেষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেখা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী।

একজন সরকারী মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৈঠকে সকলেই একমত হয়েছেন যে—বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতির স্বীকৃতি ভিন্ন পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্তে কোনরকম যুদ্ধ-বিরতি মানা সম্ভব নয়।

বহির্বিষয়ক মন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ায় গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বৈঠকে পাকিস্তানের সংগে যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান।

খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ সদস্যদের আশ্বাস দেন যে, পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত আছে। রাজ্যগুলির খাদ্যের চাহিদা যথাযথ পূরণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও মুজিবের মুক্তি চাই

—রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারত

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর—ভারত গত রাত্রে এই মর্মে এক দাব জানায় যে, পাকিস্তানকে অবশ্যই রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিতে হবে এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে। এই উপমহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এটা অত্যাবশ্যক।

সাধারণ পরিষদে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ও সেনা অপসারণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে, সেই প্রসংগে ভারতের প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের কাছে ঐ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য না হলে তা বলবৎ করা সম্ভব হবে না।

শ্রী সেন বলেন, বিশ্ব-সংস্থার সমস্যা হচ্ছে একটি প্রস্তাব গ্রহণের সমস্যা। কিন্তু ভারতের সমস্যা হচ্ছে প্রতিবেশী একটি দেশের জনগণকে নিশ্চিহ্ন হওয়ার বিপদ থেকে মুক্ত করার সমস্যা।

শ্রী সেন আরও বলেন, গত ৩ ডিসেম্বর থেকে সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে পাকিস্তান যে আক্রমণ শুরু করেছে শুধু তার একটা ফয়সালা করাই বড় কথা নয়, পাক দখলদার ফৌজের কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার প্রশ্নটিও সমান জরুরী। এই দুটি প্রশ্নই অংগাংগীভাবে জড়িত।

উ থানট-সমর সেন আলোচনা

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৮ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন সেকরেটারি জেনারেল উ থানটের অনুরোধে আজ তাঁর সংগে দেখা করে আধ ঘণ্টা আলোচনা করেন।

পরে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রীআগা শাহী উ থানটের সংগে দেখা করেন।

সেকরেটারি জেনারেল উ থানট নাকি ভারতীয় উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকজন ও বিদেশীদের সরিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের জন্য উভয় সরকারকে অনুরোধ জানান।

—পি টি আই

সাধারণ পরিষদ যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব নিয়েছে নয়াদিল্লি. অচঞ্চল

ভোটাভুটিতে যুগোশ্লাভিয়া মিশর ভারতের বিরুদ্ধে

জে কে ব্যানারজি

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৭ ডিসেম্বর—ভারত ও পাকিস্তানের কাছে অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ও সৈন্যাপসারণের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব আজ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি সুপারিশসূচক। এটি মেনে নেবার কোন বাধ্যবাধকতা ভারতের উপর নেই।

প্রস্তাবের পক্ষে পড়ে ১০৪ ও বিপক্ষে ১১ ভোট। ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩১।

ওমান বাদে সব কটি আরব দেশ (মিশর সমেত) পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। ওমান ভোটদানে বিরত ছিল। আফরিকার দেশগুলির মধ্যে সেনেগাল ও মালয়ী বাদে সবাই পাকিস্তানকে সমর্থন করে। ওই দুটি দেশ ভোট দেয়নি। রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেওয়ায় ভারত বিস্মিত। অবশ্য রুমানিয়া চীনের কথায় ওঠে বসে। আজ দিল্লিতে বিরোধী নেতাদের বৈঠকে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বলেছেন, ভারতের প্রতি অনুকূল দেশগুলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হবে।

সাধারণ পরিষদের এই জরুরী অধিবেশনে প্রস্তাবটি তোলে আরজেনটিনা সমেত ৩২টি রাষ্ট্র। রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। সোভিয়েট গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলি এবং ভারত ও ভুটান বিপক্ষে ভোট দেয়।

ভারতের আক্রমণের তীব্রতম নিন্দার দাবি জানিয়ে চীন একটি প্রস্তাব এনেছিল কিন্তু তা নিয়ে আর ভোটাভুটি হয়নি। চীন ভারতকে আক্রমণকারী বলে আখ্যাও করতে চেয়েছিল। রাশিয়াও একটি প্রস্তাব আনে। সেটিও ভোটে দেওয়া হয়নি।

এর পর পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে: ভুটান, বুলগেরিয়া, বাইলোরাশিয়া, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ভারত, মঙ্গোলিয়া, পোল্যানড, ইউক্রেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন।

ভোটদানে বিরত ছিল: ব্রিটেন, আফগানিস্তান, মাদাগাসকার, নেপাল, ওমান, সেনেগাল ও সিঙ্গাপুর।

মরিশাস ঘোষণা করে, আমরা ভোটাভুটিতে যোগ দেব না। চাদ, বিষুবীয় গিনি, গিনি, লেসোথো ও মালদ্বীপ অনুপস্থিত ছিল।

যুদ্ধ বাধার আগে নিকসন নতুন কোন প্রস্তাব দেননি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—আজ একজন সরকারী মুখপাত্র এখানে বলেন যে ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ বাধার আগে মারকিন প্রেসিডেনট নিকসন নূতন কোন প্রস্তাব করেছিলেন বলে ভারতের জানা নেই।

প্রেসিডেনট নিকসন রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ দিচ্ছিলেন আর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কথা রাখেননি এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেও মুখপাত্র জানান।

বৈদেশিক সংবাদদাতাদের প্রশ্নের উত্তরে মুখপাত্র ওই জবাব দেন। তিনি বলেন, যে সব অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্যের অপলাপ। ভারত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশকে বারবার বলেছে যে রাজনৈতিক সমাধান করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তি দিয়ে গত বছর ডিসেম্বর মাসে নির্বাচিত সহ-কর্মীদের সংগে তাঁকে আলোচনা করতে দেওয়া। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর সহকর্মীরা যদি পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে কোন রাজনৈতিক সমাধানে আসতে চান তাতে ভারত 'সুখীই' হবে।

ভারতের প্রতি বিভিন্ন দেশের অনুরোধ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—কয়েকটি দেশ পাকিস্তান ও বাংলা দেশ থেকে তাদের নাগরিকদের নির্বিঘ্নে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত সরকারের নিকট সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি চেয়েছেন।

বাংলা দেশে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রায় ১৫০ জন কর্মচারী আছেন। তাঁদের ছাড়াই বিভিন্ন দেশের পুরোষ্ম নাগরিকদের কথা বলা হয়েছে।

আজ রাত্রে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন যে সব দেশ এই অনুরোধ করেছে তাদের মধ্যে পশ্চিম জারমানিও আছে।

শত্রু আক্রমণে ক্ষতির বিরুদ্ধে জরুরী ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—লোকসভা আজ দুটি বিল পাশ করে শত্রু আক্রমণে ক্ষতির বিরুদ্ধে জনিসপত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদির জন্য জরুরী ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন বিল দুটি পেশ করেন এবং তা অনুমোদিত হয়।

১৯৬২ সালের আইনের ভিত্তিতে এই দুই ব্যবস্থায় সম্পত্তির বীমাকৃত মূল্যের ৮০ শতাংশ পর্যন্ত দায় কেন্দ্রীয় সরকার বইবেন। বীমাকৃত মূল্যের সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ পর্যন্ত বার্ষিক প্রিমিয়ম দিতে হবে।

বিস্ফোরণ অথবা পোড়ামাটি নীতির দরুন ক্ষতি হলে বীমা থেকে সে-ক্ষতি পূরণ হবে।

শ্রীচবন স্বীকার করেন, এই বিল পাশ করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ৩।৪ দিন দেরি হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন উদারভাবেই এই আইন প্রয়োগ করা হবে।

মাঠের শস্য, গ্রামাঞ্চলের সম্পত্তি ও আবাসিক বাড়ির ব্যাপারেও এই বীমার সুযোগ থাকবে। শত্রু আক্রমণে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য।

—ইউ এন আই

মাথায় খুস্কি হয়েছে? ক্লিনিক লাগালেই পরিষ্কার!

'ক্লিনিক' ঠিক আর পাঁচটা শ্যাম্পুর মত নয়। সম্পূর্ণ নতুন ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় চুলের গোড়ার খুস্কি একেবারে সাফ করে দেয়। শক্তিশালী জীবাণুনাশী টিসিসি* থাকায় ক্লিনিক প্রথমবার লাগিয়ে ধুলেই খুস্কি পরিষ্কার হ'য়ে যায়। নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটা শক্তি গড়ে তোলে যাতে খুস্কি হওয়া বন্ধ হয়।

'ক্লিনিক' খুস্কির চরম শত্রু হ'লেও আপনার চুলের কিন্তু পরম বন্ধু। চুলে যে অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক তেল থাকে তা ধুয়ে দেয় না, অন্যান্য ঔষধমিশ্রিত শ্যাম্পুতে প্রায়ই যার সম্ভাবনা থাকে। 'ক্লিনিক' ব্যবহারে আপনার চুল স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করবে।

*০·১৫% ৩.৪.৪. ট্রাইক্লোরোকারবানিলাইড

ক্লিনিক শ্যাম্পু কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট জিনিস

HDL 3136

ড্রাইভিং করা দায়? তো এই নিন উপায়!

ফেরোডোর ... ২টি নতুন লাইনার

ব্রেক লাইনার এফ ৩ এইচ

ক্লাচ ফেসিং এইচ/২১২২

ফেরোডোর উন্নত কারিগরি এখন আপনার জন্য এনেছে হেভী ডিউটি যানবাহনের জন্য বিশেষ ডিজাইনে তৈরি ২টি উপাদান। ভীড়ের মধ্যে বার বার ব্রেক কষে, থেমে থেমে গাড়ী চালানোর ফলে সাধারণতঃ ব্রেকে যে কাঁচকোঁচ রকমারি আওয়াজ হয়, কঠিন ছাঁচে গড়া এই ব্রেক লাইনার এফ ৩ এইচ লাগালে তা হতে পারে না। ক্লাচ ফেসিং এইচ/২১২২ হল সবচেয়ে আধুনিক উপাদান, যা উওভন নন-মেট্যালিক ও মেট্যালিক ফেসিংয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করলে কাজ অনেক বেশি মোলায়েম হয়।

আরো নিরাপদ, নিশ্চিত ব্রেকিংয়ের জন্য ফেরোডো

হিন্দুস্তান ফেরোডো লিমিটেড ঘাটকোপর, বম্বে ৮৬ এ-এস
শাখা: নিউ দিল্লী • কলিকাতা • মাদ্রাজ

BENSONS-7760 BEN

তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

মহাজাতি সদন

শেষ দুই দিনের সারারাত্রি অধিবেশন।

১০ই ডিসেম্বর, শুক্রবার রাত্রি ৮টা হইতে

প্রঃ নিখিল ঘোষ—তবলা লহরা

" রবীন ঘোষ—বেহালা

শ্রীমতী মালতী পান্ডে—খেয়াল

প্রঃ মণিলাল নাগ—সেতার

শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক—খেয়াল

প্রঃ বাহাদুর খান—সরোদ

১১ই ডিসেম্বর, শনিবার রাত্রি ৮টা হইতে

প্রঃ আলী আহমেদ হোসেন ও সম্প্রদায়—সানাই

শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখার্জী—খেয়াল

প্রঃ আমজাদ আলী খান—সরোদ

ওস্তাদ আমীর খান—খেয়াল

প্রঃ নিখিল ব্যানার্জী—সেতার

সহযোগিতায়—সর্বশ্রী কেরামত খান, কানাই দত্ত, নিখিল ঘোষ, মহাপুরুষ মিশ্র, অনিল ভট্টাচার্য, চন্দ্রভান, আমীর হোসেন, সগীরুদ্দিন ও লতন খান।

দৈনিক টিকিট—১০, ২০, ও দুইদিনের সিজন—৫০, ঐ দুইদিনের টিকেট মহাজাতি সদনে সকাল ৮-৩০টা হইতে যথাবথ দিনে দেওয়া হইবে।

রক্ত সংগ্রহের জন্য নানা কেন্দ্রে ব্যবস্থা

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, জাতীয় জরুরি অবস্থায় সামরিক ও অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং হাসপাতালের রোগীদের জন্য রক্তের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা দরকার। মজুত রক্তের পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। এজন্য রাজ্য ব্লাড ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা কর্মীদের স্বেচ্ছায় রক্ত দান গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কলকাতায় নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত রক্ত গ্রহণ করা হবে: সেনট্রাল ব্লাড ব্যাংক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এস এসকে এম হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক, এন আর এস হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক, আর জি কর হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক, যাদবপুর ব্লাড ব্যাংক (যাদবপুর কে এস রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল)

জওয়ানদের জন্য রক্ত দিন

ইস্টার্ন কমান্ড রক্তদান কেন্দ্র। স্থান বালিগঞ্জ পার্ক ক্যাম্প। প্রবেশ পথ—গুরুসদয় রোড অথবা বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। সময় সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৪টা।

কংগ্রেস কার্যালয়ে রক্ত সংগ্রহ কেন্দ্র

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরুণকুমার মৈত্র জানান, দেশের আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস (নব) কমিটির সদর দফতর ৭৭, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪-তে একটি রক্ত সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রক্তদানেচ্ছুদের ওই ঠিকানায় যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ৪টার মধ্যে তাঁদের নাম লেখাবার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আবির্ভাব তিথি

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মঠ: সকাল ৮টায় ১০ রামকৃষ্ণ লেনে 'সপ্তশতী' হোম, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মায়ের নাম কীর্তন। **রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড়):** সকাল ৭টায় বিশেষ পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। মঠ প্রাঙ্গণে ৩টায় জনসভা। **শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর):** বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ। সকাল সাড়ে ১০টায় শ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা। **শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ:** (১৯বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট) বিশেষ পূজা, সংগীত ও সাধারণ সভা অধিবেশন। **শ্রীশ্রীমাতৃ মন্দির (জয়রামবাটী):** মাতৃমন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা। **শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম:** বিকাল ৩টায় আশ্রম কুমারীবৃন্দের আরতি ও স্তব। **বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি:** প্রাতে গৌরাচাঁদ ভবনে (১৪।১ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট) পূজা-পাঠাদি এবং সন্ধ্যায় আলোচনা সভা ও গান।

সভা-সমাবেশ

ভারতীয় জনসংঘ: সন্ধ্যা ৬টায় (৬ মুরলীধর সেন লেনে) নগর সমিতির ওয়ারড, মণ্ডল জিলা ও সমিতির পদাধিকারীদের জরুরী বৈঠক। **ভারতের ওয়ারকারস পার্টি:** ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে (৬২ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী) ৫॥টায় বিপ্লবী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভা। **বিড়লা সংগ্রহশালা:** (১৯এ গুরুসদয় দত্ত রোড) বেলা ১॥টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন। **মহানির্বাণ মঠ:** (১১৩ রাসবিহারী এভিনিউ) সন্ধ্যা ৬টায় গীতা ও ভাগবত নিয়ে আলোচনা। বক্তা ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ।

খৃষ্টের মাধ্যমে শান্তি সভা: ১২ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পার্ক সারকাস ময়দানের পরিবর্তে ১৮নং রয়েড স্ট্রীটে হবে।

২৪ পরগণা জেলা যুব কংগ্রেস: আগামী ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ হুঁশিয়ারী দিবসরূপে পালন করবেন। শনিবার বেলা দেড়টায় সময় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমাবেশ, পরে মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে মিছিল। এছাড়া ১২ ডিসেম্বর 'জওয়ানদের পাশে দাঁড়ান দিবস' পালন করা হবে।

ভূটানরাজকে বাংলাদেশ সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

স্টাফ রিপোরটার

বাংলা দেশ গণ-প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বুধবার এক বিবৃতিতে বলেন, ভূটান কর্তৃক বাংলা দেশ গণ-প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতিদান দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের নতুন যুগের সূচনা করেছে।

ভূটানের রাজা জিগমে দোরজি ওয়াংচুকের কাছে এক ধন্যবাদ বার্তায় শ্রী ইসলাম এরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলা দেশ এবং ভূটানের মধ্যেকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও দৃঢ় হবে।

শোক-সংবাদ

শ্রীমতী ননীবালা কুণ্ডু (৮০) গত সোমবার পরলোকগমন করেন। তিনি ধর্মপ্রাণা ও দানশীলা ছিলেন, তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডঃ বলাইচাঁদ কুণ্ডু তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

*

গত ৬ ডিসেমবর কুমিল্লা জেলার শ্রীললিতবিহারী দত্তগুপ্ত (৯১) ঘোষপুরস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি সাত কৃতী পুত্র ও পাঁচ কন্যা রেখে গিয়েছেন।

অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগে দিল্লি ও বোমবাইতে ৬৪ জন গ্রেফতার

বোমবাই, ৮ ডিসেমবর—মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে স্থানীয় পুলিশ ৪০জনকে গ্রেফতার করেছে। দিল্লির খবরে প্রকাশ: দিল্লির অসামরিক সরবরাহ বিভাগ তল্লাসী চালিয়ে ২৪জনকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করেছ। অত্যাবশ্যক পণ্যের বেশি মূল্য দেওয়া, মজুত করা ও দোকানে মূল্য ও পরিমাণের তালিকা না টাঙান প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগে এদের গ্রেফতার করা হয়। —ইউ এন আই

আগামীকাল থেকে রাজকাপুরের

শ্রী ৪২০

সোসাইটি প্রত্যহ: ১১॥, ২৮, ৬

— এবং —

জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়

মুনলাইটে

আজ ৭টার বদলে ৬টায় 'বহুরূপী' ও 'পাপপুণ্য'

বাংলা নাট্যমঞ্চের সাহায্যার্থে নান্দীমুখের ... চোপ, আদালত চলছে

নান্দীকার ... নটীর ... তিন পয়সার পালা

সংসার — রক্সী ১১, ৪, ৩

রূপম — সাঁতার বনবাস

নবীনা — জয় বাংলা দেশ

অজন্তা — জীবন জিজ্ঞাসা

অশোকা — ছদ্মবেশী

অলকা — BEN-HUR

যোগমায়া — BLOW HOT BLOW COLD

নারায়ণী — জয় বাংলা দেশ

অনন্যা — ছদ্মবেশী

পার্বতী — ছদ্মবেশী

স্বপ্রশ্রী — আঁখে

শ্যামাশ্রী — শিকার

জয়া — জয় বাংলা দেশ

অন্য গান অন্য সুর

মিনার বিজলী ছবিঘর

তুলসী বিবাহ

শুভ্রা

বিশ্বরূপা — সীমা

স্টার থিয়েটার — আমি মন্ত্রী হব

রাইওয়ালা

জীবন জিজ্ঞাসা

BASED ON LEO TOLSTOY'S IMMORTAL CLASSIC

SOVEXPORTFILM'S Anna Karenina

Starring TATYANA SAMOILOVA VASILY LANOVOI

70 mm SOVCOLOR

Directed by ALEXANDER ZARKHI

দেখে ভাববার ছবি নয়!

ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট

মেরা গাঁও মেরা দেশ — প্যারাডাইস

এক মাসুম

ছদ্মবেশী

গাঁওয়ার

জুয়েল থীফ — ভারতী : ছায়া

শেষ পর্ব

ইত্তেফাক — লোটাস

নায়িকা সংবাদ

প্রিয়াম

আনমোলো সজনা

আনজানা

"FIVE MAN ARMY"

Alpine কিনুন দামে আর গুণে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

খাঁটি মাখন... ৫০, ১০০, ২০০ ও ৪০০ গ্রাম—প্যাকে

খাঁটি দুধ, ক্রীম এবং ঘি পাওয়া যায়।

এ্যালপাইন ডেয়ারী

১ এবং ২, গুল্ড, কোর্ট হাউস কর্নার, কলিকাতা-১। ফোন ২২-৪৮৬৬

বুকে কফ থাকলে কাশি থামবে কি করে?

শক্তিশালী ভিক্স ফর্মুলা ৪৪ খান, বুকের সব কফ বেরিয়ে গিয়ে কাশি থেমে যাবে!

কাশির কষ্টের মূল কারণ এই কফ তুলে ফেলে দিয়ে নিশ্বাসের নলির কষ্ট দূর না করলে কাশির কষ্ট বেড়ে যাবে।

তাই এমন ওষুধ চাই যা এই কফ নির্মূল করতে পারে। আর সে ওষুধ হল অতিরিক্ত শক্তিশালী কফ মিক্সচার ভিক্স ফর্মুলা ৪৪।

ভিক্স ফর্মুলা ৪৪-এ এমন সব জোরালো ওষুধ আছে যা বুকের বসা কফকে একেবারে বের করে দেয়। তার ফলে নিশ্বাসের নলির কষ্ট দূর হয়ে গিয়ে নিশ্বাস সহজ হয়ে আসে,—গলা খুসখুস বন্ধ হয়ে গিয়ে কাশি থেমে যায়, পুরোপুরি তাড়াতাড়ি আরাম পাওয়া যায়। আপনি তখন আরামে ঘুমোতে পারেন।

মনে রাখার মত কটি কথা

শিশির লেবেলে যেমন মাত্রা আছে সেই মাত্রা মতো ভিক্স ফর্মুলা ৪৪ খেতে হবে নিয়মিতভাবে,—যতক্ষণ না আপনি পুরোপুরি আরাম পাচ্ছেন।

কাশিকে নির্মূল করে—অধিক শক্তিশালী ভিক্স ফর্মুলা ৪৪ কফ মিক্সচার

রিচার্ডসন হিন্দুস্থান লিমিটেড'এর উৎপাদন

সকলেরই পোষায়...

সেঞ্চুরির তাপ! সেঞ্চুরির কাপড়ের দাম খুবই কম। তাই সকলেই সহজে কিনতে পারেন। প্রত্যেক দিনপ্রত্যেক উৎসব ও জন্য ... সেঞ্চুরির শাড়ীগুলি ... বিনালিনী, ইন্দু, মোনিকা, লেখা বিউটি এই নতুন শাড়ীগুলির মধ্যে যেটি আপনার পছন্দ বেছে নিন।

দি সেঞ্চুরি স্পি. এণ্ড ম্যানু. কোং লিঃ বোম্বাই-২৫ ডিভি

সেঞ্চুরি শাড়ী

সেঞ্চুরি—১০০% সুতী কাপড়ের জন্য

মারকিন নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভ

ছি পি এস এফ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে বুধবার বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামের সমর্থন এবং মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য এক ছাত্র-মিছিল কলেজ স্ট্রীটস্থিত মার্কিন গ্রন্থাগারের সামনে সমবেত হয়। বিক্ষোভের শ্লোগান ছিল ইয়াহিয়া নিকসন ভারতের দুশমন।

ইউ এস আই এস লাইব্রেরীর সামনে বিক্ষোভ

বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা এলাকার বিধান সরণিতে ইউ এস আই এস লাইব্রেরীর সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভকারীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির তীব্র নিন্দা করে বিভিন্ন ধ্বনিও দেন।

ডকের ছবি তোলার দায়ে দুজন বিদেশী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

কিং জর্জেস ডকে ছবি তোলার অভিযোগে দুজন বিদেশীকে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর রক্ষীরা ধরেন। তাঁদের দক্ষিণ পোর্ট পুলিশ থানায় আনা হয়। প্রকাশ, জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

তামাকে ফিলটারে মিলেছে চমৎকার–তাইতো সবার প্রিয় উইলস ফিলটার!

উইলস ফিলটার
সর্বাধিক দাম:
১০টি ১ টাকা ২০পঃ,
২০টি ২ টাকা ৪০পঃ
স্থানীয় কর সাপেক্ষ

উদয়পুরের পিচোলা লেক

WI 6458

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

জঙ্গী চাঁইদের চম্পট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পৌঁছেছেন চাঁদপুরের কাছে। সবার লক্ষ্য ঢাকা।

রংপুর থেকে ২৮ মাইল দক্ষিণে পীরগঞ্জে এসে পৌঁছেছেন আর একটি আর একটি দল—তাঁরও ঢাকার পথে।

ঢাকার পথ-নদী নালার পথ। তাই পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনীর অগ্রগতি স্বভাবতই স্থানে স্থানে ব্যাহত। কোথাও কোথ ও শত্রুরা সেতু চূর্ণ করে দিয়ে গেছে। এই সব বিরাট বাধা চূর্ণ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন। মিত্র বাহিনী আর মুক্তি বাহিনী।

পালিয়ে বাঁচার রাস্তা বন্ধ

দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের সমস্ত রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী যতই এগিয়ে চলেছেন দখলদার পাক সৈন্যরা ততই পিছু হঠছে। যতই জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে ততই তাদের পিঠটান দেবার চেষ্টা বেড়ে চলেছে। এখন প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ছত্রভঙ্গ পাক সেনারা নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের দিকে ছুটেছে।

দিল্লিতে পাওয়া খবর থেকে জানা গিয়েছে পাক সেনরা পরিকল্পিত পশ্চাদপসরণ করছে না, নিছক প্রাণভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পালাচ্ছে। ওদের সম্ভবত ধারণা নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালে একবার পৌঁছতে পারলে জলপথে পালিয়ে পরিত্রাণ পেতে পারে।

আমাদের স্থল বাহিনীর প্রধান জেনারেল মানেকশ বেতারে পলায়নপর হানাদার পাক সৈন্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন "তোমরা যাতে সমুদ্র দিয়ে পালাতে না পার তার ব্যবস্থা করেছি। সমুদ্রে আমাদের নৌ বাহিনী পাহারা দিচ্ছে।"

জেনারেল মানেকশ অগ্রগামী ভারতীয় বাহিনীর নিকট পাক সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। তিনি তাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপদেশমত তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে তার জন্য "যথানির্দিষ্ট ফল ভোগ" তাদের অদৃষ্টে আছে।

জেনারেল বলেছেন, "আমি সাবধান করে দিই নি, এ কথা তোমরা বলতে পারবে না। তোমরা যদি আত্মসমর্পণ কর তবে মর্যাদাপূর্ণ এবং জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবহার পাবে।"

মুক্তি বাহিনী বর্ষার পর থেকেই জোরদার হয়ে উঠে। তারা পেছন থেকে হানাদার বাহিনীর প্রায় সমস্ত অরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা কেটে দিয়েছিল। সুরক্ষিত রাস্তাগুলিও ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় মুক্তি বাহিনী কেটে দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই মুক্তি বাহিনী পাক সৈন্যদের পালাবার পথ বন্ধ করে রেখেছে।

ভারি অস্ত্রশস্ত্র ফেলেই ওরা চম্পট দিচ্ছে। তবে গেরিলাদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ছোটখাট অস্ত্র সঙ্গে রাখছে।

হানাদার পাক সৈন্যরা এখন পালাবার পথে আর তেমন অত্যাচারও করছে না। রাজাকার বাহিনীও এখন প্রায় অদৃশ্য।

কলকাতায় পূর্ণ অপ্রদীপ রইল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাওয়ার পর কলকাতার রাজপথে ঠুলি লাগিয়ে আলো জ্বালার ব্যবস্থা হবে বলে জানা গিয়েছে।

এদিন রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবও জানান যে, আলোয় ঠুলি লাগানোর কাজ চলছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তা বা ফুটপাতের অবস্থাও খুব ভাল নয়। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ অপ্রদীপে সব থেকে বেশি অসুবিধায় পড়ছেন পথচারীরা এবং যানবাহনের চালকরা। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশও। ডি সি ট্রাফিক শ্রীপ্রকাশ ভট্টাচার্য জানান অপ্রদীপের সময় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য পোরটেবল গ্যাসের আলো বৃহস্পতিবার থেকে ব্যবহার করা হবে।

পুলিশ কমিশনার শ্রী আর এন চ্যাটার্জি সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা অপ্রদীপের নিয়মগুলি যেন ঠিকমত মেনে চলেন। অপ্রদীপের সময় রাস্তায় যেন অযথা চলাফেরা না করেন।

অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যাপারে মেয়র কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন। যথা, ভারতীয় স্টানডারড টাইমকে এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া, সম্পূর্ণ অপ্রদীপ না করে অপ্রদীপ ব্যবস্থাটিকে শিথিল করা।

বেতারে মিডিয়াম ওয়েভে প্রচার আবার চালু

বুধবার বিকাল থেকে মিডিয়াম ওয়েভে প্রচার কলকাতা সহ পূর্বাঞ্চলের আকাশবাণী কেন্দ্রগুলিতে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে আবার চালু করা হয়েছে। ক'দিন সন্ধ্যার পর তা বন্ধ থাকছিল।

হোমগার্ডও পথে টহল দেবে

অপ্রদীপের সময় কলকাতা পুলিশ সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রয়োজনে এদের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা অথবা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনও প্রয়োগ করা হবে বলে পুলিশের এক মুখপাত্র জানান। পুলিশের সঙ্গে হোমগার্ডও রাস্তায় রাস্তায় টহল দেবে।

করাচির অসামরিক বিমান বন্দরে সামরিক সরবরাহ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে বলেন, ভারত সংবাদ পেয়েছে করাচির অসামরিক বিমান বন্দরে পাকিস্তানের জন্য সামরিক সরবরাহ আসছে।

তিনি বলেন বিশেষ নির্ভরযোগ্য পশ্চিম ইউরোপীয় সূত্র থেকে এই সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

মুখপাত্র বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত ভারত করাচির অসামরিক বিমান বন্দর আক্রমণ থেকে বিরত থেকেছে। এই ধরণের সরবরাহ যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে অনাক্রমণ কঠিন হয়ে উঠবে।

প্রথম ইনিংসে ওড়িশা এগিয়ে

কটক, ৮ ডিসেম্বর—পূর্বাঞ্চল রণজি ক্রিকেটে আসামের বিপক্ষে ওড়িশা প্রথম ইনিংসে ১০৩ রানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের শেষে আসাম দ্বিতীয় ইনিংসে এক উইকেট হারিয়ে ১০ রান করেছে। প্রথম ইনিংসে আসামের ১৩৬ রানের উত্তরে ওড়িশা ২৩৯ রান করেছে। অষ্টম উইকেটের জুটিতে ওড়িশার অধিনায়ক এন এন স্বামী (৪৪) ও অরুন পাটেল (৪৮) ১০৪ মিনিটে ৮৯ রান যোগ করায় আসামের সরাসরি খেলা জেতার আশা অনেকখানি পিছিয়ে যায়। আসামের এ চৌধুরী ও এন এস পণ্ডিত যথাক্রমে ৫৭ ও ৪৭ রানে ৩টি করে উইকেট পেয়েছে।

বিশেষ শর্ট সার্ভিস কমিশন

নয়াদিল্লি, ৮ ডিসেম্বর—অবসরপ্রাপ্ত এমারজেনসি কমিশনড অফিসারদের আবার দু' বছরের জন্য বিশেষ শরট সারভিস কমিশন দিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের বয়স ৩৫ বৎসরের মধ্যে থাকতে হবে। তাঁদের শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ হতে হবে। এক কথায় তাঁদের 'ফিট' থাকতে হবে। এই অফিসাররা আগের সারভিসের সুবিধাও পাবেন।

এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোঃ লিঃ

২নং যশোহর রোড, দমদম,
কলিকাতা—২৮

ঘোষণা

এলুমিনিয়াম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সকল গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, সরবরাহকারী এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য সানন্দে জানাইতেছেন যে, পরস্পর মতানৈক্যের সুষ্ঠু ও প্রীতিপূর্ণ মীমাংসা হওয়ায় কারখানা হইতে "লক আউট" ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, সকাল ছয় ঘটিকা হইতে প্রত্যাহার করা হইল। এই সময়ে পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন না থাকায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে তজ্জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

কে সি কোহ্‌লি
জেনারেল ম্যানেজার

(৬৭৬৫)

আবশ্যক

একটি সুপরিচিত বেভারিজ শিল্পের জন্য

সেলস প্রমোশন একজিকিউটিভ

৩০ বৎসরের কম বয়স্ক (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঞ্ছনীয়) লাইট মোটর ভেহিকল/মোটর সাইকেল লাইসেন্স-ধারী গ্র্যাজুয়েট। অনর্গল ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী বলিতে সক্ষম এবং কলিকাতার বিভিন্ন অংশের সহিত সুপরিচিত হওয়া চাই দরখাস্তের সহিত ফটোগ্রাফ দিতে হইবে।

সেলসম্যান

প্রার্থী ৩০ বৎসরের কম বয়স্ক, হেভি ভেহিকল লাইসেন্স-ধারী ট্র্যাফিক রেগুলেশন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া চাই। বাংলায়, হিন্দীতে (এবং ইংরেজীতে বাঞ্ছনীয়) অনর্গল কথাবার্তা বলিতে সক্ষম এবং কলিকাতার বিভিন্ন অংশের সহিত সুপরিচিত হওয়া চাই। ন্যূনতম যোগ্যতা: স্কুল ফাইন্যাল।

দরখাস্ত করুন—বক্স নং ৬০৫৩, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১

(এ)

আপনি কি উচ্চাভিলাষী?
তাহলে ব্যবহার করুন
ডীলাক্স
ক্যামেল ইঙ্ক

Vision 711 Ben

হাঁপানি রোগিগণের প্রতি

চিত্রকূটের হাঁপানির বিখ্যাত ঔষধ আগামী ৩১-১২-৭১ তারিখে পূর্ণিমার রাত্রে ক্ষীর সহযোগে সেবন করিলে হাঁপানির শ্বাসকষ্ট ও শ্লেষ্মার উপশম হইবে। অবিলম্বে ইংরেজিতে লিখুন:

ম্যানেজার—শ্রীমহাত্মা নাগা বাবা
আয়ুর্বেদ আশ্রম, পোঃ অঃ চিত্রকূট, উঃ প্রঃ।

(৬৭৬৯)

গড়িয়াহাট
হরলালকায়

প্রচুর উলেন স্টক আসিল

সেল কাউন্টারে
২৫% কম

কিছু বেনারসী শাড়ীতে
২০% কম

হরলালকা

টেক্সটাইলস,
২০৬/১, রাসবিহারী এভেন্যু
(গড়িয়াহাট জংশন)

• BLACKOUT এর জন্য দোকান সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

আমরাই রূপকার

লুকাস-টিভিএস সড়কপথে দৌড়বার যে কোন নামকরা গাড়ি আর স্টেশনারি ও ম্যারিন এঞ্জিনের জন্য সুসংগঠিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলে।

এই কাজের নাম আমরা দিয়েছি ফল্লিত এঞ্জিনীয়ারিং—যার প্রতিটি "লিংক" বা সংযোগ ব্যবস্থা দারুণ জোরদার এবং বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম সমূহ একে-অন্যের সহায়ক।

ফলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, সুসংগঠিত একটি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, যার কারিগরি উৎকর্ষের মান খুবই উঁচু এবং যা দিয়ে নির্দিষ্ট কাজের প্রয়োজন মেটে।

লুকাস-টিভিএস মৌলিক বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম তৈরী করে মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস, ট্র্যাক্টর, দু'চাকার গাড়ি, স্টেশনারি ও ম্যারিন এঞ্জিনের জন্য। এসব সরঞ্জাম ভারতে তো বটেই, তাছাড়া ব্রিটেন, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং যুগোস্লাভিয়ার ক্রেতাদের চাহিদা মেটায়।

বিক্রয় ও সার্ভিসে—
লুকাস ইণ্ডিয়ান সার্ভিস লিমিটেড
কলিকাতা - মাদ্রাজ - বোম্বাই - দিল্লী - বাঙ্গালোর। এছাড়া, টিভিএস অ্যাণ্ড সন্‌স (প্রাইভেট) লিমিটেড, মাদুরাই এবং এর সমস্ত শাখা।

লুকাস-টিভিএস তৈরী করে:
স্টার্টার-ডায়নামো-অলটারনেটর-রেগুলেটর-ইগ্‌নিশন কয়েল-ডিস্ট্রিবিউটর-হেডল্যাম্প-হর্ন-সুইচ-ফ্ল্যাশার-উইণ্ডস্ক্রীন ওয়াইপার

LUCAS-TVS
লুকাস-টিভিএস—মোটরগাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে নির্ভরযোগ্য নাম!

লুকাস-টিভিএস লিমিটেড, পাডি, মাদ্রাজ-৫০

LTVS 6787

প্রাপ্তিস্থান: হাওড়া মোটর কোং প্রাঃ লিঃ কলিকাতা। ওয়েস্ট এণ্ড মোটরস আসানসোল। শাহ (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ কলকাতা।

গতবার শীতকালটা কি কেশেই কাটিয়েছেন?

এবার **সুয়ালিন** খেয়ে দেখুন

এই শক্তিশালী, অ্যান্টিসেপটিক, কাশির প্যাস্টিল চুষে খেলে গলা ও বুকের সর্দির চাপ দূর হয়।

প্রতিটি প্যাস্টিলে ১০ রকম কাশি নিবারক ওষুধ থাকায় সুয়ালিন ঢের দ্রুত কাজ করে। বুকে গলায় জমা সর্দি হাল্কা করে দেয়; ফোলা কমায়, জীবাণু ধ্বংস করে। চুষে খেলে কাশির দমকে আর কষ্ট পেতে হয় না। কাশির যম সুয়ালিন—বাজারের অন্য যে কোন কাশির প্যাস্টিলের তুলনায় ঢের বেশী কাজ দেয়।

Hamdard

HDSU 1567 BEN

বিবাহের বেনারসী সাড়ী
প্রিয় গোপাল বিষয়ী
৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় ষ্ট্রীট
বড়বাজার • কলিকাতা-৭

একটি দুর্গের পতন ॥

ঢাকা আর কতক্ষণ

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই যশোর সামরিক ছাউনি ও দুর্গের পতন ঘটেছে। যশোর দুর্গে প্রায় বিশ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য থাকার কথা এবং দুর্গরক্ষার জন্য এই সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটা বড় রকমের প্রতিরোধ-যুদ্ধ আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এও মনে করা হচ্ছিল বাঙলা দেশে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় সৈন্য অধিকাংশ শহর ও গ্রাম মুক্ত করতে পারলেও ক্যানটনমেনট শহরগুলো মুক্ত করা সহজ হবে না। বরং লোকক্ষয় এড়ানোর জন্য ভারতীয় বাহিনীকে দীর্ঘ সময় এই সেনাবাস-শহরগুলো অবরোধ করে রাখতে হবে। কিন্তু যশোর দুর্গ মুক্ত করার পর দেখা গেছে, সেখানে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মোটেই নেই। বরং নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তারা আগেই পালিয়েছে।

যে যাই বলুন, পাকিস্তানী সৈন্যরা যশোর ছেড়ে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রস্থান করেছে এমন ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়। তারা ঢাকার দিকে সরে গেছে এবং সরে গেছে সম্ভবত বেশ কিছুদিন আগেই। একবার এক পাকিস্তানী সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য কোন যুদ্ধে বাঙলা দেশে তাদের হার হলে তারা যে কোন মূল্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং যশোর রক্ষার চেষ্টা করবেন। কারণ, জলপথে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর এবং আকাশপথে ঢাকা বিমানবন্দর হচ্ছে তাদের শেষ এক্সিট রুট—বা প্রস্থান পথ। এবারের যুদ্ধে তাই স্বাভাবিক ভাবেই চালনা বন্দরের জন্য যশোর দুর্গরক্ষার একটা বড় রকমের চেষ্টা হবে এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই চেষ্টা হল না কেন? এটা অনেকের কাছেই একটা বড় রকমের ধাঁধা।

কিন্তু এই ধাঁধার উত্তরটি বড় সরল। বাঙলা দেশের দখলীকৃত এলাকায় অভিযান চালাতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী শুধু স্থলপথে এগোয়নি, জলপথ ও আকাশপথেও প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। ভারতীয় নৌবাহিনী গোটা বঙ্গোপসাগর অবরোধ করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর কার্যত পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে গুরুত্বহীন। এই দুটি বন্দরের মাধ্যমে এখন সাগর পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রসদ বা সাহায্য আনা এবং জরুরী মুহূর্তে পলায়ন দুইই অসম্ভব। সুতরাং ঢাকা থেকে বহুদূরে এবং ভারতীয় সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি যশোর ক্যানটনমেনট রক্ষার জন্য শক্তিক্ষয় ও লোকক্ষয় পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী পরিহার করাই উত্তম কাজ মনে করেছে। যশোর দুর্গ রক্ষার জন্য পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তারা বড় রকমের লড়াই করতে প্রস্তুত হত, যদি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনটি স্যাবার জেট ধ্বংস হয়ে আকাশ-পথে তাদের প্রাধান্য খর্ব না হতো। আকাশ-যুদ্ধে এই আকস্মিক ও বড় রকমের পরাজয় যশোর দুর্গ রক্ষা করা তাদের কাছে আরও অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কারণ, 'এয়ার-কভার' ছাড়া ঢাকার মূল ঘাঁটি থেকে নদীপথে বিচ্ছিন্ন এত দূরের সামরিক ছাউনি রক্ষা করা দুরূহ। স্থল, জল ও আকাশ পথে ভারতীয় বাহিনীর দুর্বার অভিযানের মুখে মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৫ থেকে ২০ হাজার সৈন্য ফেলে রাখা পাকিস্তানী সেনাধ্যক্ষগণ স্বাভাবিকভাবেই সংগত মনে করেননি। কারণ, এত বিপুল সংখ্যক সেনা আক্রান্ত, পরাজিত বা ধৃত হলে (এবং যা হতই) মূল ঘাঁটি ঢাকার সৈন্যদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়তো এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় এদের দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা আরো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। মনোবল অবশ্য এমনিতেই ভেঙে গেছে মূল ঘাঁটি ঢাকা ক্যানটনমেনটের পাকিস্তানী সৈন্যদের। তবে অন্যান্য ক্যানটনমেনট থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে বিপুলভাবে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা মনোবল যতটুকু চাঙ্গা করা যায়, ততটুকুই পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের লাভ। কারণ, বাঙলা দেশে যুদ্ধ করতে তারা চান না—সে যুদ্ধের সাধ তাঁদের মিটে গেছে। তারা চান, যত দীর্ঘ সময় সম্ভব বাঙলা দেশের একটি ফ্রনটে অন্তত ভারতীয় সেনাদের ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখতে, যাতে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যেরা অন্ততঃ শ্বাস ফেলার সময় পায়।

যশোর ও সিলেটের পর চট্টগ্রাম শহর এবং বন্দরও প্রায় বিনা বাধায় মুক্ত হবে এটা আশা করা যায়। সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরও কার্যত পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে গুরুত্বহীন। তাই প্রয়োজনে কুমিল্লার ময়নামতী ক্যানটনমেনট থেকেও দ্রুত সরে গিয়ে ঢাকার চারপাশে তারা শক্ত ব্যূহ তৈরী করবে, এমন একটা ধারণা পোষণ করা নিশ্চয়ই অসংগত নয়। ভারতের সামরিক বিশেষজ্ঞেরাও নিশ্চয়ই এমন একটি ধারণা থেকে ঢাকার উপর বিমান আক্রমণের চাপ অব্যাহত রেখেছেন এবং চারদিক থেকে ঢাকা শহরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ঢাকার অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটও অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। এখন ভিতর ও বাইরের আঘাতে বেসামাল অবরুদ্ধ প্রায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল কতদিন অটুট থাকে তার উপরই বাঙলা দেশে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরম প্রত্যাশিত মুহূর্তটি এগিয়ে আসা নির্ভর করছে। যদি সশস্ত্র ও সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান সত্ত্বেও তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে বুঝতে হবে, যুদ্ধ করার সাহস ও মনোবল তারা হারিয়ে ফেলেছে। আর পরাজিত হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি তারা যুদ্ধ করে, তাহলে বুঝতে হবে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী সুবিধা করতে পারবে। এই দুরাশায় পূর্বখণ্ডে তারা মরিয়া হয়ে লড়তে চাইছে।

এখন প্রশ্ন, পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা কতটুকু? যে প্রত্যাশায় জেনারেল ইয়াহিয়া মাত্র দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধে নামবেন বলে হুংকার ছেড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমেছেন, সেই প্রত্যাশা আসলে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে অর্থাৎ কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্তে ভারতকে কাবু করা। এই প্রত্যাশা পাকিস্তানী সামরিক নেতাদের বহুদিনের। পাকিস্তানের এক কালের সোহারাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় (পনচাশ বছরের রাজনীতি) লিখেছেন, ১৯৫৭ সালে ঢাকায় রাজভবনে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে এক ঘরোয়া আলোচনা চলছিল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সোহারাওয়ার্দী এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব স্বয়ং। বাঙলা দেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা উঠতেই জেনারেল আইয়ুব হেসে বলেছেন, ঘাবড়াইয়ে মাৎ। আমরা জানি, ভারতের দ্বারা চারদিকে বেষ্টিত বাঙলা দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু ভারত বাঙলা দেশ দখল করলে কি হবে জানেন আমাদের সৈন্যেরা সাত দিনের মধ্যে দিল্লীর লালকেল্লা দখল করবে।"

শুধু বলা নয়, দিল্লী দখলের এই মিথ যাতে বাঙালীদের মনে স্থায়ীভাবে দাগ ফেলে তজ্জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সামরিক-চক্র নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অতি কথনের ফাঁকি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর মাসের যুদ্ধে। এই সময়ের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানী সৈন্যকে পূর্বখণ্ডে বিব্রত না করা সত্ত্বেও এক পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধেই পাকিস্তান কার্যতঃ পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের অগৌরব ঢাকার জন্য সামরিক চক্রের একাংশ আইয়ুব খাঁর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে জেনারেল আইয়ুব দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং তাসখন্দ চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য লাহোরের রাজভবনে এক সভা ডাকেন। সাংবাদিক হিসাবে এই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানী সম্পাদকের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের জবাবে জেনারেল আইয়ুব বিব্রত ভাবে বলেন, 'আমি এখন যা বলছি, তা অফ দি রেকর্ড, একথা সবাই যেন মনে রাখেন। আসলে আফগান সেনা আমাদের সীমান্তে মোতায়েন হওয়ায় এবং পাখতুনিস্থান প্রশ্নে তুরখাম ও খাইবার থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় আমরা ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারিনি। এটাই যুদ্ধে আমাদের বিপর্যয়ের বড় কারণ।'

আইয়ুবের এই গোপন ব্যাখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানী সম্পাদকেরাও সেদিন বিশ্বাস করেননি। তার সহযোগী জেনারেলরা শুনে সম্ভবতঃ মুচকি হেসেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নির্বাসিত জারমান সম্রাট কাইজার বলেছিলেন, 'আমি যে ভুল করেছিলাম, হিটলারও সেই ভুলই করতে যাচ্ছেন'। আজ আইয়ুবও সম্ভবতঃ জেনারেল ইয়াহিয়াকে এই একই কথা বলতে পারতেন। ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করছেন সেই মারচ মাস থেকেই এবং মাঝখানে শান্তিবাণী কপচিয়েছেন কেবল পূর্ণ প্রস্তুতির জন্য। তার এই প্রস্তুতি বাঙলা দেশ হাতছাড়া করে হলেও পশ্চিমখণ্ডে কাশ্মীর সহ ভারতীয় ভূখণ্ড গ্রাসের। তাই বাঙলা দেশের যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে না—বরং তার সমাপ্তি আসন্ন এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্বিধায় করা চলে। পশ্চিম খণ্ডেও পাকিস্তানী জেনারেলরা একটা হিসাবের ভুল করেছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি তারা পরিমাপ করেননি এবং সিন্ধু প্রদেশে নতুন নতুন ফ্রনটে ভারতীয় অভিযানও তারা হয়ত প্রত্যাশা করেননি। ফলে বাঙলা দেশের ফ্রনট থেকে সরে গিয়েও পশ্চিম খণ্ডের এমন সব নতুন নতুন ফ্রনটে তারা অভিযান ও প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন, যা সেখানেও যুদ্ধকে একটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ পরিণতি জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তাঁর সামরিক চক্রের জন্য স্বস্তিকর কিম্বা তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের অনুকূল হলে নিশ্চয়ই পুরনো মুরুব্বী আমেরিকা এবং নতুন দোস্ত লাল চীন জাতিসঙ্ঘ এবং জাতিসঙ্ঘের বাইরে যুদ্ধ-বিরতির জন্য এমন হন্যে হয়ে উঠতেন না।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

খুসকি আর মরামাস নির্মূল করা শ্যাম্পুট্যাম্পুর কাজ নয়। তার জন্য চাই বিশেষ শক্তিশালী জীবানুনাশক লোশন—ক্রেস্ট স্কার্ফ অ্যাণ্ড ড্যানড্রাফ লোশন। বিশেষ জোরালো ফর্মূলায় তৈরি একমাত্র ক্রেস্ট স্কার্ফ অ্যাণ্ড ড্যানড্রাফ লোশনই খুসকি আর মরামাস সম্পূর্ণ নির্মূল করে আপনার চুলে ফিরিয়ে আনতে পারে ঘন চিকণ চমক। ক্রেস্ট স্কার্ফ অ্যাণ্ড ড্যানড্রাফ লোশন ব্যবহার করুন—খুসকি আর মরামাস আপনার চুলের ধারেকাছে ঘেঁসতে পারবে না।

ক্রেস্ট স্কার্ফ অ্যাণ্ড ড্যানড্রাফ লোশন
প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি' কনসালটেন্টস্' পোষ্ট বক্স : ৪৪০, নিউদিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন
SS-1/71

CMDA
টেণ্ডার নোটিস (৩য় কল)

চীফ এঞ্জিনিয়ার, সিএমডিএ, ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস (৯ম তল), কলিকাতা-১৭ খিদিরপুরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য সঙ্গতিপন্ন এবং অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন :

কাজের নাম	পরিমাণ	প্রত্যেক টিউবওয়েলের জন্য অনুমিত ব্যয়	প্রত্যেক টিউবওয়েলের জন্য বায়নার পরিমাণ
১। রিভার্স সার্কুলেশন রিগ পদ্ধতিতে ১৫২ মিটার (আনুঃ) গভীর ১৫ সেঃ মিঃ (৬") ব্যাস টিউবওয়েল বসানো ...	৫টি	৩২,০০০, টাকা	৬৪০, টাকা
২। কেসিং বোরিং পদ্ধতিতে — ঐ — ...	১৫টি	৪০,০০০, টাকা	৮০০, টাকা

আয়কর পরিশোধের বৈধ সার্টিফিকেট দেখাইয়া ২০-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে-কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। প্রত্যেকটির জন্য টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য ১০, টাকা। টেণ্ডার এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, জোন—১, ৪/১, মুর অ্যাভেনিউ, কলিকাতা—৪০ কর্তৃক ২১-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার পর তৎকর্তৃক খোলা হইবে।

মাথা ধরেছে?
অ্যানাসিন
ব্যথাবেদনায় অনেক বেশী আরাম দেয়
কারণ জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

জোরালো কারণ সারা দুনিয়ার ডাক্তাররা ব্যথা-বেদনা উপশমের যে সব ওষুধ সবচেয়ে বেশী খেতে বলেন তা অ্যানাসিনে বেশী পরিমাণে আছে। তাই অ্যানাসিন ব্যথা-বেদনায় চট করে আরাম দেয়।

নির্ভরযোগ্য কারণ ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধের মতই এটি বিভিন্ন ওষুধ মিশিয়ে তৈরী। আপনি বাচ্চাদেরও নিশ্চিন্তে অ্যানাসিন দিতে পারেন। বাচ্চাদের সঠিক মাত্রার জন্য আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করুন,—যেমন অন্য আর সব ওষুধের জন্য করেন।

ফলদায়ক,—সর্দি ও জ্বরের ব্যথা-বেদনায়, মাথার যন্ত্রণায়, পিঠ কোমরের ব্যথায়, পেশীর ব্যথায়, দাঁতের ব্যথায়।

অ্যানাসিন
ভারতে ব্যথা-বেদনায় উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়
Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

গরওয়ারে নাইলনের জোরে মেহনতের পুরো ফল ওঠে ঘরে!

গরওয়ারে কোম্পানী নাইলনের টোন সুতো তৈরী ক'রে ভারতের মৎস্যজীবীদের জীবনে এনে দেয় বিপ্লব। গরওয়ারে নাইলন মাছধরার জাল ব্যবহার ক'রে তাঁদের সমস্ত মেহনতের ফল পেতে আরম্ভ করেন কড়ায় গণ্ডায়। এই টোন সুতোর বাড়তি বৈশিষ্ট্যগুলি সকলেরই বেশ ভালো ভাবেই জানা আছে।

- জলে এগুলো পোচে যায় না।
- চটপট শুকিয়ে যায়, তাই আপনি বেশী ঘন ঘন মাছ ধরতে পাড়ী দিতে পারেন।
- সেকেলে মাছধরা জালের টোন সুতোর তুলনায় অনেক দিন বেশী টেঁকে।
- ঘষে ক্ষয়ে যায় না।
- জলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।
- বারবার মেরামতের খরচ আর সময় দুই-ই বাঁচায়।

GARWARE
গরওয়ারে
গরওয়ারে নাইলনস্ লিঃ
চৌপাটি চেম্বার্স, স্যাণ্ডহার্স্ট ব্রিজ, বোম্বাই ৭
Vision 714 BEN

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর :
জেনারেল ডিস্ট্রিবিউটরস (ইণ্টারন্যাশানাল)
৫৭ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড, কলিকাতা